

তৃতীয় অধ্যায়

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন: ব্রিটিশ আমল



পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶ ১ ইতিহাসের স্যার রাজীব হোসাইন ক্লাসে বললেন, ‘বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রশাসনিক কারণে বঙ্গভঙ্গ করা হলেও পক্ষান্তরে তা ব্রিটিশ শাসনকেই সাহায্য করে। মনে করা হয় লর্ড কার্জন ‘ভাগ কর ও শাসন কর’ নীতি প্রয়োগ করে বাংলাকে বিভক্ত করেন। তবে বঙ্গভঙ্গ ভারতের হিন্দু-মুসলমানদের চিন্তা-চেতনায় বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। এ ঘটনার ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরকে বোঝার সুযোগ ঘটে।’

◀ **শিখনফল-৩**

- | | |
|---|---|
| ক. কখন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়? | ১ |
| খ. লর্ড কার্জন সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করেন কীভাবে? | ২ |
| গ. লর্ড কার্জনের উপর্যুক্ত কাজটি বাংলার মুসলমানদের চিন্তায় কীরূপ প্রভাব ফেলেছিল? ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. বাংলার ইতিহাসে লর্ড কার্জনের এরূপ পদক্ষেপের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী— মূল্যায়ন করো। | ৪ |

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ইস্ট ইন্ডিয়া সোসাইটি।

খ ভাইসরয় হওয়ার পর কার্জন সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার কাজে হাত দেন। সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে তিনি এ কাজ করেন। এ কাজে ভারতীয় বাহিনীকে দুটি কমান্ড-নর্দান কমান্ড এবং সাউদার্ন কমান্ডে ভাগ করেন। ইংল্যান্ডের ক্যান্সারলি কলেজের আদলে কোয়েটায় প্রতিষ্ঠা করা হয় অফিসারদের জন্য। একটি প্রশিক্ষণ স্কুল প্রতিষ্ঠা করে উন্নতমানের সমরাস্ত্র ও ভারতীয় বাহিনীকে সরবরাহ করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত লর্ড কার্জনের প্রবর্তিত বঙ্গভঙ্গ সম্পাদন বাংলার মুসলমানদের চিন্তায় ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। বঙ্গভঙ্গের কারণে ঢাকা হয় নতুন প্রদেশের রাজধানী এবং নতুন প্রশাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। এখানে গড়ে ওঠে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাইকোর্ট, অফিস-আদালত, প্রেস ইত্যাদি। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাধিত হয় অভূতপূর্ব উন্নতি। এ কারণে বঙ্গভঙ্গকে পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজ স্বাগত জানায়। তারা নতুন উদ্দীপনায় নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে ব্রতী হয়। ঢাকাকেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় মুসলমানরা ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোযোগী হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানরা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সুবিধা পায়। চট্টগ্রাম বন্দরের সংস্কার এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়। যা মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তায় ভূমিকা রাখে। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। তারা মুসলিম লীগ গঠনের মাধ্যমে একে রক্ষায় উদ্যোগী হয়। এভাবে বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানদের চিন্তা-চেতনায় ব্যাপক প্রভাব পড়ে।

ঘ উদ্দীপকে রাজীব স্যার বলেছেন, বঙ্গভঙ্গ ভারতের হিন্দু-মুসলমানদের চিন্তা-চেতনায় বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। কথাতী ধ্রুব সত্য। কারণ লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববাংলার সামাজিক,

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে নতুন যাত্রা শুরু হয়। বঙ্গভঙ্গ মুসলমানদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে। ঢাকা নতুন প্রদেশের রাজধানী হওয়াতে নতুন অফিস-আদালত, সুরম্য অট্টালিকা গড়ে উঠতে থাকায় ঢাকার সৌন্দর্য বাড়ে। ঢাকাকে কেন্দ্র করে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পপ্রতিষ্ঠান সর্বোপরি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম হয়। মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে মুসলিম লীগ গড়ে ওঠে। মুসলমানগণ এ আন্দোলন থেকে স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে আইনের শিক্ষা গ্রহণ করে। বঙ্গভঙ্গের ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও মুসলিম সম্প্রদায় অগ্রাধিকার পায়। এ প্রদেশের উন্নয়নের জন্যে শাসকবর্গ যথেষ্ট চেষ্টা করেন। এ প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বন্দর সংস্কার করা হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে হিন্দু-মুসলিম সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করে। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরা বিলেতি দ্রব্য বর্জন তথা স্বদেশি আন্দোলন শুরু করে। এর ফলে কলকারখানা, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এর আবেদন ছিল সুদূরপ্রসারী। এর ফলে মুসলমানরা ধীরে ধীরে স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলন করতে সচেষ্ট হয়।

প্রশ্ন ▶ ২ ইউরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্র জার্মানি রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে ২য় বিশ্বযুদ্ধকালে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি এ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্ব জার্মানির ক্ষমতায় বসে রাশিয়ার সমর্থনপুষ্ট সমাজতান্ত্রিক সরকার আর পশ্চিম জার্মানিতে পুঁজিবাদের সমর্থনপুষ্ট গণতান্ত্রিক সরকার। সময়ের পরিক্রমায় ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে বৈশ্বিক পুঁজিবাদের জোয়ারে পূর্ব জার্মানিতে সমাজতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটলে দুই জার্মানির একত্রীকরণ ঘটে এবং ঐক্যবন্ধ জার্মানি পুনরায় ইউরোপের একক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

◀ **শিখনফল-৩**

- | | |
|--|---|
| ক. ভারতবর্ষের ওয়াহাবি আন্দোলনের জনক কাকে বলা হয়? | ১ |
| খ. সিপাহি বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করো। | ২ |
| গ. উদ্দীপকের জার্মানির বিভক্তি ও একত্রীকরণের সাথে পাঠ্যবইয়ের যে ঘটনার মিল রয়েছে তা প্রবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. তুমি কি মনে কর, এরূপ বিভক্তিকরণ ছিল ব্রিটিশ শাসনের ‘ভাগ কর, শাসন কর’ নীতির সুস্পষ্ট প্রয়োগ? যথার্থতা বর্ণনা করো। | ৪ |

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতবর্ষের ওয়াহাবি আন্দোলনের জনক বলা হয় রায়বেরিলির সৈয়দ আহমদ খানকে।

খ বেশ কিছু কারণে ১৮৫৭ সালে সংঘটিত সিপাহি বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সিপাহি বিদ্রোহের পূর্ব পরিকল্পিত কোনো উদ্দেশ্য না থাকায় সিপাহীদের মধ্যে কোনো ঐক্য ছিল না, যা তাদের আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দিতে

ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে বেশ কিছু দেশীয় রাজা ব্রিটিশ সরকারকে সহায়তা করায় এ বিদ্রোহ গতি লাভ করতে ব্যর্থ হয়। সর্বোপরি এ আন্দোলনে সিপাহীদের উন্নত অস্ত্রশস্ত্র ও যোগ্য কোনো নেতৃত্ব না থাকায় আন্দোলন ব্যর্থতায় রূপ নেয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত জার্মানির বিভক্তি ও একত্রীকরণের সাথে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গা এবং ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গা রহিতকরণের মিল রয়েছে।

বঙ্গ বিভাগ ইংরেজ গভর্নর লর্ড কার্জনের রাজত্বকালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ব্রিটিশ শাসনামলে পূর্ববাংলার লোকজন সর্বক্ষেত্রে ছিল বঞ্চিত এবং অবহেলিত। ভিন্ন মতাদর্শী হওয়ায় পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার জনগণ পরস্পরকে প্রতিযোগী মনে করত। এ অবস্থায় ব্রিটিশ গভর্নর বিশাল আয়তনের বাংলাকে সুচারুভাবে শাসন করতে কিছুটা ইতস্তত ছিলেন। তাই প্রশাসনিক সুবিধার্থে তিনি বাংলাকে বিভক্ত করেন। এতে পশ্চিম বাংলার হিন্দুস্বার্থে কিছুটা আঘাত লাগলে তারা এর বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলে, ফলে সরকার বাধ্য হয়ে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গা রদ করে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকেও পুনরায় একত্রীকরণ করতে বাধ্য হয়। অনুরূপ ঘটনা উদ্দীপকের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভিন্নতার কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি বিভক্ত হয়ে গেলেও পরবর্তীকালে পুঁজিবাদের একক আধিপত্যে ১৯৮৯ সালে দুটি দেশ আবার একত্রিত হয়ে ইউরোপের প্রভাবশালী দেশে পরিণত হয়। বঙ্গভঙ্গা পরবর্তী এর একত্রীকরণের ফলে পরবর্তীকালে সমগ্র বাংলা ঐক্যবন্ধ হয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। তাই বলা যায়, আলোচ্য বিষয় দুটি পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি বঙ্গভঙ্গা ছিল ব্রিটিশ সরকারের ভাগ কর এবং শাসন কর নীতিরই সুস্পষ্ট প্রয়োগ। পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের পর বাংলা প্রায় দুইশ বছর ব্রিটিশদের করায়ত্তে চলে যায়। এ সময় তারা নানা শাসন-শোষণ-তোষণ নীতি দ্বারা ভারত উপমহাদেশ শাসন করে। ১৮৫৮ সালে ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার সরাসরি এদেশের শাসন ভার গ্রহণ করে। তারা ভারতে বেশ কিছু সংস্কারমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করার পাশাপাশি এদেশবাসীকে কঠোরভাবে শোষণও করে। ভাগ কর এবং শাসন কর নীতি তাদের এ ধরনের একটি নীতি, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বঙ্গভঙ্গে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তকে জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশদের ভাগ কর, শাসন কর নীতির প্রতিফলন বলে মনে করে। কারণ বঙ্গভঙ্গের দ্বারা লর্ড কার্জন পূর্ব বাংলায় কিছু উন্নয়ন কাজের মাধ্যমে মুসলিম নেতাদের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছেন। ব্রিটিশদের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য সৃষ্টির জন্য তারা এমন উদ্যোগ গ্রহণ করে। বঙ্গভঙ্গের ফলে আপাতদৃষ্টিতে মুসলমানরা উপকৃত হলেও এর দীর্ঘমেয়াদি ফল ভালো ছিল না। লর্ড কার্জন লক্ষ্য করেছিলেন বাংলা ও বাঙালিকে ঘিরে ভারতে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার নবজাগরণ তৈরি হয়েছিল তা ব্রিটিশ শাসনের ভিতকে দুর্বল করে দেবে। তাই তিনি বাঙালিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে কৌশলে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে স্তম্ভ করে দিতে বঙ্গভঙ্গা করেন। তাই হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতারা ব্রিটিশদের এ কূটকৌশল বুঝতে পেয়ে নিজেদের স্বার্থরক্ষায় বঙ্গভঙ্গা রদ আন্দোলন গড়ে তোলে।

পরিশেষে বলা যায়, বঙ্গভঙ্গা কার্যত ব্রিটিশ শাসনের ভাগ কর এবং শাসন কর নীতিরই প্রতিফলন ছিল।

প্রশ্ন ৩ সরণখোলা একটি হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম। এখানকার হিন্দুরা শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর ও উন্নত কিন্তু মুসলমানরা অনগ্রসর ও অনুন্নত। তারা বিভিন্ন কুসংস্কারেও আচ্ছন্ন। সময়ের ব্যবধানে গ্রামে একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের জন্মগ্রহণ করেন প্রতিভাসম্পন্ন আবদুল্লাহ। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি গ্রামের মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি মুসলমানদের সচেতন করে তোলেন। গ্রামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম ছাত্র পড়াশুনার সুযোগ পেয়ে তারা এগিয়ে যায়। তাদের মধ্যে আত্মসচেতনতা ও দেশপ্রেম জাগ্রত হয়।

ক. ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ‘কাইজার-ই-হিন্দ’ উপাধিতে কাকে ভূষিত করা হয়?

খ. অসহযোগ আন্দোলন বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকের আবদুল্লাহ মুসলমানদের শিক্ষাবিস্তার ও আত্মসচেতনতার জন্য যেসব অবদান রেখেছেন তা পাঠ্যবইয়ে কোন নেতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আবদুল্লাহকে সরণখোলা গ্রামের উন্নয়নের অগ্রদূত বলা যায়— পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ‘কাইজার-ই-হিন্দ’ উপাধিতে মহারানি ভিক্টোরিয়াকে ভূষিত করা হয়।

খ খিলাফত আন্দোলনের পর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে আন্দোলনের ডাক দেয় তা-ই হলো অসহযোগ আন্দোলন। ১৯২০ সালের মার্চে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের এক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এ সময় কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি মুসলমানদের দাবি পূর্ণবর্ত্ত করে ব্রিটিশ সরকারের সাথে অসহযোগিতার নীতি ঘোষণা করে। এই প্রেক্ষিতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ যৌথভাবে আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং গান্ধীজী ১৯২০ সালের ১ আগস্ট অমৃতসরে এক সম্মেলনে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এ আন্দোলনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল বিলেতি পণ্য সামগ্রী বর্জন, মাদকতা বর্জন, সরকারি খেতাব বর্জন, সরকারি অনুষ্ঠান ও স্কুল-কলেজ বর্জন, আইনসভা ও আদালত বর্জন ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকের আবদুল্লাহ মুসলমানদের শিক্ষাবিস্তার ও আত্মসচেতনতার জন্য যেসব অবদান রেখেছেন তা পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত স্যার সৈয়দ আহমদ খানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রেই হিন্দুরা এগিয়ে আর মুসলমানরা সকল দিক থেকে পিছিয়ে থাকে। কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি ঘৃণা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। মুসলমানদের এরূপ চরম দুর্দিনে ত্রাণকর্তারূপে স্যার আহম্মদ খানের আবির্ভাব হয়। তিনি দিল্লির এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুসলমানদের অজ্ঞতা দূরীভূত করতে প্রথমে মুসলমানদের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ ও ইংরেজি শাসকদের সাথে সহযোগিতা করার উপদেশ দেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ১৮৭৭ সালে আলীগড় কলেজ স্থাপন করেন এবং পরে এটি ‘আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে’ উন্নীত হয়। মুসলমানরা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে এগিয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকেও দেখা যায় সরণখোলা হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামে হিন্দুরা শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসর হলে মুসলমানরা ছিল অনগ্রসর ও অনুন্নত। উক্ত গ্রামে আবদুল্লাহ একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের জন্মগ্রহণ করেন এবং

পরবর্তীতে তিনি মুসলমানদের সচেতন করে তোলেন। তিনি গ্রামের মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং গ্রামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে পড়াশুনা করে মুসলিম ছাত্ররা পড়াশোনার সুযোগ পেয়ে এগিয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে আত্মসচেতনতা সৃষ্টি হয়।

তাই বলা যায় উদ্দীপকে আবদুল্লাহ মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তার ও আত্মসচেতনতার জন্য অবদান রেখেছে তা স্যার সৈয়দ আহমদ খানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ উদ্দীপকের আবদুল্লাহকে সরণখোলা গ্রামের উন্নয়নের অগ্রদূত বলা যায় অর্থাৎ স্যার সৈয়দ আহমদকে ভারতীয় মুসলমানদের উন্নয়নের অগ্রদূত বলা যায়।

অধিকার বঞ্চিত ও হতাশাগ্রস্ত মুসলমানদের চরম দুর্দিনে ত্রাণকর্তারূপে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের আবির্ভাব হয়। স্যার সৈয়দ আহমদ খান বাস্তব দৃষ্টিতে উপলব্ধি করলেন ইংরেজ মুসলিম সু-সম্পর্ক স্থাপনই মুসলমানদের উন্নতির পূর্বশর্ত। প্রথমে তিনি মুসলমানদের অজ্ঞতা দূরীভূত করতে শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মুসলমানদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আলীগড়কে কেন্দ্র করে সংস্কারমূলক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন যা ইতিহাসে আলীগড় আন্দোলন নামে পরিচিত। তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় গৌড়ামি, কুসংস্কার, অশিক্ষা, অজ্ঞতা এবং অর্থপতনের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। ইংরেজ ও মুসলমানদের ভুল বোঝাবুঝির অবসানের জন্য দুটি বই লেখেন। ১৮৬৪ সালে তিনি Scientific Society বা বিজ্ঞান সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন যেটি পরবর্তীতে Literary and Scientific Society নামে পরিচিত হয়। এটি মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারের প্রধান কেন্দ্র ছিল। মুসলমানদের সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে 'তাহতিব উল আখলাক' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে 'ভারতীয় মুসলিম শিক্ষা উন্নয়ন সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সমিতির মাধ্যমে ১৮৭৫ সালের মে মাসে 'Mohammadan Anglo Oriental Colleg' স্থাপিত হয়। ১৮৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি আলীগড় কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং পরে এটি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়' উপনীত হয়। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে এ সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মুসলমানদের মধ্যে উন্নত চিন্তাধারা, ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি এবং গৌড়ামি দূর করার লক্ষ্যে তিনি ১৮৬৬ সালে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' 'Mohammadan Literary Society' গঠন করেন। এভাবে তিনি মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করে তাদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। পরিশেষে বলা যায়, মুসলিম সমাজে নবজাগরণ সৃষ্টিতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

প্রশ্ন ৮ ময়ুরাঞ্চী গ্রামের একটি সম্প্রদায়ের মানুষ সরকারের নীতি ও আদর্শ বিরোধী অবস্থান ও সরকারের সাথে অসহযোগিতার কারণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়ে পিছিয়ে পড়ে। গ্রামের আধুনিক ধ্যান-ধারণা সম্পন্ন ব্যক্তি সালমান তারিক তাদের এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকারের সাথে সহযোগিতা ও সরকারের প্রবর্তিত শিক্ষা গ্রহণ করার আহবান জানান। গ্রামের মানুষের অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টাকে তিনি আন্দোলনে রূপ দেন।

ক. দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে কোথায় নির্বাসন করা হয়?

খ. সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ কোনটি?

◀ পিছদফল-৪

গ. উদ্দীপকের সালমান তারিকের কর্মকাণ্ডের সাথে ভারতের কোন সমাজ সংস্কারকের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? আলোচনা কর।
ঘ. এ ধরনের আন্দোলন একটি জনগোষ্ঠীর অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে— মতামত দাও।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে বার্মার রেজুনে নির্বাসন করা হয়।

খ ভারতবর্ষে ১৮৫৭ সালে যে মহাবিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল তাই সিপাহী বিদ্রোহ নামে খ্যাত।

সিপাহী বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল চর্বিমিশ্রিত এক ধরনের কার্তুজ প্রচলন। ১৮৫৬ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে সৈনিকদের ব্যবহারের জন্য এনফিল্ড রাইফেল নামে এক নতুন রাইফেলের প্রচলন করা হয়। এই রাইফেলের কার্তুজ ব্যবহারের পূর্বে দাঁত দিয়ে কাটতে হতো। সেনাদের মাঝে গুজব রটে যে এই কার্তুজে শূকর ও গরুর চর্বি মেশানো রয়েছে। এটি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে প্রাণ ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীতে বিদ্রোহে রূপ নেয়।

গ উদ্দীপকের সালমান তারিকের কর্মকাণ্ডের সাথে ভারতের সমাজ সংস্কারক স্যার সৈয়দ আহমদ খানের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে। উদ্দীপকে বর্ণিত সালমান তারিক বঞ্চিতও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে উত্তরণের জন্য সরকারের সাথে সহযোগিতা ও সরকার প্রবর্তিত শিক্ষা গ্রহণ করার আহ্বান জানান। এ ঘটনা সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

স্যার সৈয়দ আহমদ খান ব্যক্তিগত স্বার্থে ইংরেজ সরকারের নিকট সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের পরিবর্তে মুসলমান সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণ সাধনে ব্রতী হন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, মুসলমানদের ধর্মীয় গৌড়ামিও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি ঘৃণা তাদের দুর্দশার অন্যতম কারণ। ইংরেজি শিক্ষাও সংস্কৃতি গ্রহণ না করে এবং ইংরেজদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে মুসলমানরা সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে।

সৈয়দ আহমদ ইংরেজ সরকার ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন ব্রতী হন এবং মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে যত্নবান হন। তিনি মুসলমানদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা ও আনুগত্যের উপরেই তাদের উন্নতি একান্ত ভাবে নির্ভরশীল।

ঘ এ ধরনের আন্দোলন বলতে মূলত আলীগড় আন্দোলনকেই ইজিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত কর্মসূচির মাধ্যমে আলীগড় আন্দোলন ও একটি জনগোষ্ঠীর অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছিল বলে আমি মনে করি। মুসলমানদের ধর্মীয় গৌড়ামি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি ঘৃণা তাদের দুর্দশাকে ত্বরান্বিত করেছিল। ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ না করে এবং ইংরেজদের প্রতি বীতশ্রদ্ধা হয়ে মুসলমানরা সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। সৈয়দ আহমদ ইংরেজ সরকার ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন ব্রতী হন এবং মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে যত্নবান হন। তিনি মুসলমানদের বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা ও আনুগত্যের উপরেই তাদের উন্নতি একান্তভাবে নির্ভরশীল। অপরদিকে তিনি সরকারকে মুসলমানদের আনুগত্যের আশ্বাস দেন। ইসলাম ধর্মে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার কোনো কারণ নেই। তিনি ইংরেজগণকে এ বলে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, ইসলাম ধর্মে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার কোনো কারণ নেই। আলীগড় আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে যথেষ্ট সাহায্য করে। তিনি

ধর্মান্ধতা ও সকল প্রকার সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে মুসলমানদের সতর্কতার একটি সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন।
তাই বলা যায় যে প্রয়োজিত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৫ স্যার শফিক আহমদ স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি করেন এবং সিলেট বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেন। এ বিখ্যাত আন্দোলন সিলেট আন্দোলন নামে খ্যাত। এ আন্দোলনে মুসলমানদের মধ্যে পুনর্জাগরণের সৃষ্টি হয়।

◀ **শিখনফল-৪**

- ক. আলীগড় আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন? ১
- খ. আলীগড় আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. সিলেট আন্দোলনের সাথে আলীগড় আন্দোলনের সাদৃশ্য তুলে ধর। ৩
- ঘ. স্যার শফিক আহমদের বর্ণনার আলোকে আলীগড় আন্দোলনের ফলাফল বিশ্লেষণ কর। ৪

নেং প্রশ্নের উত্তর

ক আলীগড় আন্দোলনের নেতা ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান।

খ মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই প্রগতিমূলক ভাবধারা প্রসারের জন্য স্যার সৈয়দ আহমদ খান যে আন্দোলনে সূত্রপাত করেন তা আলীগড় আন্দোলন নামে খ্যাত। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিমুখতা ও পাশ্চাত্য সাংস্কৃতির প্রতি অবহেলার ফলে ভারতবর্ষে মুসলমানরা ব্যাপক পিছিয়ে পড়ে ছিল। মুসলমানদের এ অবস্থা দূর করার জন্যই সৈয়দ আহমদ আলীগড় আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। আর এ আলীগড় আন্দোলন মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটতে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে থাকে।

গ সিলেট আন্দোলনের সাথে আলীগড় আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে। উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাসমূহ আলীগড় আন্দোলনকে মনে করিয়ে দেয়। উদ্দীপকে বর্ণিত শফিক আহমদ যেমন সিলেট বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা করেন তেমনি সৈয়দ আহমদ আলীগড় কলেজকে কেন্দ্র করে অবহেলিত মুসলমানদের উন্নতি সাধনে চেষ্টা করেন। উদ্দীপকের আন্দোলন সিলেট কেন্দ্রিক হওয়ায় সিলেট আন্দোলন নামে খ্যাতি অর্জন করে। অন্যদিকে সৈয়দ আহমদ আলীগড়কে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন করেন এর নাম হয় আলীগড় আন্দোলন।

মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই প্রগতিমূলক প্রসারের জন্য এ আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক ভাবধারা প্রসারের উদ্দেশ্যে সৈয়দ আহমদ মোহামেডান কনফারেন্স নামে আর একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকের মত স্যার সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলনও মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণের সৃষ্টি করে।

ঘ স্যার শফিক আহমদ বর্ণনা করেছেন যে, সিলেট আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে পূর্ণজাগরণের সৃষ্টি করে ঠিক তেমনি ভাবে পাঠ্য বইয়ের স্যার সৈয়দ আহমদ নামে পরিচালিত আলীগড় আন্দোলন ও মুসলমানদের মধ্যে নব জাগরণের সূত্রপাত করেন। সৈয়দ আহমদ ইংরেজ সংস্কার ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে ব্রতী হন এবং মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে যত্নবান হন। তিনি মুসলমানদের বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, ইংরেজদের সাথে সহযোগিতাও আনুগত্যের উপরেই তাদের উন্নতি একান্তভাবে নির্ভরশীল। অপর দিকে তিনি সরকারকে মুসলমানদের আনুগত্যের আশ্বাস দেন। তিনি ইংরেজগণকে এ বলে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে

ইসলাম ধর্মে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার কোনো কারণ নেই।

আলীগড় আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটতে যথেষ্ট সাহায্য করে। মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ নি. থিওডোর বেক মুসলমানদের অগ্রগতিতে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামি দূর উন্নত চিন্তাধারা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাদের সাশ্রয় দিকে এগিয়ে নিয়ে যান।

পরিশেষে বলা যায় যে, তিনি মুসলিম নবজাগরণে অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করেন।

প্রশ্ন ▶ ৬ এমদাদ সাহেব একটি মাদ্রাসা পরিদর্শনে গিয়ে লক্ষ করলেন, সেখানে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অবহেলা করা হচ্ছে। তিনি মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের মতো কিছু লোকের জন্য ভারতীয় উপমহাদেশে এক সময় মুসলমানরা ইংরেজি ও বিজ্ঞান শিক্ষা ছেড়ে দূরে অবস্থান করত, ফলে তারা শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়; পাশাপাশি হিন্দুদের থেকে ক্ষমতায়ও পিছিয়ে পড়ে। তিনি আরও বললেন, আমি আপনাদের ইংরেজি ভাষায় রচিত মূল্যবান কিছু গ্রন্থকে উর্দুতে অনুবাদ করে তা পড়ার সুযোগ করে দেব। আপনাদের নবজাগরণের জন্য আমি একটি এডুকেশনাল কনফারেন্স প্রতিষ্ঠা করে দেব। আমি আশা করি আমার পরামর্শগুলো মেনে চললে আপনারা উপকৃত হবেন।

◀ **শিখনফল-৪**

- ক. আলীগড়ে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কলেজ কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১
- খ. স্বদেশি আন্দোলনের মূল লক্ষ্য কী ছিল? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলনের পদক্ষেপগুলো তোমার পঠিত কোন ঘটনার সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত আন্দোলনের নেতা মুসলমানদের সার্বিক মঙ্গল সাধনে ব্রত গ্রহণ করেছিলেন? উত্তরের স্বপক্ষে মতামত দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক আলীগড়ে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান।

খ বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাস থেকে বয়কট স্বদেশি কর্মপন্থা নিয়ে পূর্ব বাংলায় যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তাই স্বদেশি আন্দোলন নামে পরিচিত।

স্বদেশি আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ইংল্যান্ডের সুতিবস্ত্র বর্জন করে বস্ত্রশিল্পের ক্ষতি সাধন করা ভারতের বৃহৎ শিল্পগুলোকে সজীব করে তোলা স্বদেশি আন্দোলনের অপরলক্ষ্য ছিল ভারতকে দেশীয় পণ্যে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা। এর ফলে শ্রীঘ্নই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির শিল্প এবং বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলনের পদক্ষেপ গুলো আমার পঠিত আলীগড় আন্দোলনের ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে বর্ণিত মুসলমানরা ইংরেজি ও বিজ্ঞান শিক্ষা ছেড়ে দূরে অবস্থান করার কারণে তারা শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়। পাশাপাশি হিন্দুদের থেকে ক্ষমতায় ও পিছিয়ে পড়ে। এছাড়া নব জাগরণের জন্য একটি এডুকেশনাল কনফারেন্স প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি আলীগড় আন্দোলনকে মনে করিয়ে দেয়।

স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষার ভীতি দূর করার জন্য তাহজিব-উল-আখলাক নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব ও

করেন। ভারত সরকার এ প্রস্তাব সমর্থন করলেও এক শ্রেণির রক্ষণশীল মুসলমান পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের তীব্র বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে তিনি আলীগড়ে অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক ভাবধারা প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স নামে একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃত পক্ষে সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণের সূত্রপাত করেন। এভাবে তিনি আলীগড় আন্দোলনের সূচনা করেন।

ঘ উক্ত আন্দোলন বলতে আলীগড় আন্দোলন বোঝানো হয়েছে।
হ্যাঁ, আমি মনে করি আলীগড় আন্দোলনের নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদের সার্বিক মজল সাধনে ব্রতী গ্রহণ করেছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খান ব্যক্তিগত স্বার্থে ইংরেজ সরকারের নিকট সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের পরিবর্তে মুসলমান সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণ সাধনে ব্রতী হন। সে সময়কার মুসলমান সম্প্রদায়ের শোচনীয় দুরবস্থা সৈয়দ আহমদকে অত্যন্ত ব্যথিত করে তুলেছিল। তিনি উপলব্ধি করেন যে, মুসলমানদের ধর্মীয় ঐক্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি ঘৃণা তাদের দুর্দশার অন্যতম কারণ। ইংরেজ শাসনের শুরু থেকেই মুসলমানগণ তাদের সাথে সব রকমের সংগ্রহ বর্জন করেছিল। এ সময় ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের বিরূপ মনোভাব লক্ষ করে হিন্দু তোষণনীতি গ্রহণ করে এবং মুসলমানদের সব দিক থেকে বঞ্চিত করেন। সৈয়দ আহমদ ইংরেজ সরকার ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন ব্রতী হন এবং মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে যত্নবান হন। তিনি মুসলমানদের বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা ও আনুগত্যের উপরেই তাদের উন্নতি নির্ভরশীল। তিনি সরকারকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, ইসলাম ধর্মে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার কোনো কারণ নেই।

অতএব, বলা যায় সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের কল্যাণে ব্রতী ছিলেন।

প্রশ্ন ৭ সালমা ও রোকেয়া দুই বান্ধবী। একই পাড়ায় থাকেন। শুরুর দিকে ছুটির দিনে শাড়ি ক্রয় করতে তারা গ্রামীণ বস্ত্রালয়ে গেলেন। তারা অনেক দামি দামি শাড়ি ঝুলানো দেখলেন। দোকানদার জিজ্ঞাসা করল, আপনারা দেশি শাড়ি কিনবেন না বিদেশি শাড়ি কিনবেন? সালমা বলল, আমাদের দেশি শাড়িই দেখান। দোকানদার এক ঝলক হেসে বললেন, 'দেশি পণ্য কিনে হন ধন্য'।

◀ **সিখনফল** -

- ক. স্যার সৈয়দ আহমদ প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কী? ১
- খ. খিলাফত আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে দেশি পণ্য ক্রয়কে ইতিহাসের কোন আন্দোলনকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'দেশি পণ্য কিনে হন ধন্য' - উক্তিটির আলোকে উক্ত আন্দোলনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্যার সৈয়দ আহমদ প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়।

খ তুরস্কের খিলাফত রক্ষার জন্য (১৯২০-২৪) আলী হুসেইন এবং মাওলানা আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে ভারতীয় উপমহাদেশে যে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল সেটাই খিলাফত আন্দোলন।

এ আন্দোলনটি অসহযোগ আন্দোলনের সাথে যুগপৎ আন্দোলন গড়ে তোলে। পরবর্তীতে এ আন্দোলন সহিংস রূপ নেয় এবং কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের খিলাফত বাতিল করলে এ আন্দোলন থেমে যায়।

গ উদ্দীপকে দেশি পণ্য ক্রয়কে স্বদেশী আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাস থেকে 'বয়কট ও স্বদেশী' কর্মপন্থা নিয়ে পূর্ব বাংলায় যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তাই 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে পরিচিত। এ আন্দোলন চারটি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল এবং এর দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল বিলাতি পণ্যদ্রব্য বয়কট বা বর্জন। বয়কট আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল- বিলাতি পণ্য ও শিক্ষা বর্জন, স্বদেশী পণ্য ব্যবহার ও স্বদেশী শিক্ষা গ্রহণ।

কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত এ আন্দোলন শূণ্য বিলাতি সামগ্রী বয়কটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না, শহর ও গ্রাম-গঞ্জে প্রকাশ্যে বিলাতি দ্রব্য পুড়িয়ে ফেলা হয়। ইংরেজদের খাবার তৈরিতে উড়িষ্যার পাচকরা অস্বীকৃতি জানায় বরিশালের চারণ কবি মুকুন্দ দাস বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে পরোনা রেশমী চুড়ি, বঙ্গনারী, কভু হাতে আর পরোনা' এই গান গেয়ে জনগণের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে তীব্র আবেগ সৃষ্টি করে। এভাবে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশাজীবীদের অংশগ্রহণে বয়কট আন্দোলন বেগবান হয়। এ আন্দোলনের ফলে স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবন, নতুন শিল্প স্থাপন, ওষুধসহ বিভিন্ন কারখানা গড়ে ওঠে। তবে শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

উদ্দীপকেও দেখা যায় সালমা ও রোকেয়া দুই বান্ধবী শাড়ি ক্রয় করতে গ্রামীণ বস্ত্র নিয়ে গেলে দোকানদার তাদের জিজ্ঞাসা করল- আপনারা দেশি শাড়ি কিনবেন না বিদেশি শাড়ি কিনবেন। সালমা দেশি শাড়ি দেখাতে বললে দোকানদার এক ঝলক হেসে বললেন- দেশি পণ্য কিনে হন ধন্য।

সুতরাং উদ্দীপকে দেশি পণ্য ক্রয় স্বদেশী আন্দোলনের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ঘ 'দেশি পণ্য কিনে হন ধন্য' উক্তিটির আলোকে উক্ত আন্দোলন অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের তাৎপর্য নিচে তুলে ধরা হলো-

স্বদেশী আন্দোলনের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এ আন্দোলন ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা করে। স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী হলেও এর রাজনৈতিক প্রভাব বিদ্যমান। বাংলার ছাত্র সমাজের গুরুত্ব উপলব্ধি হয়। 'বয়কট' আন্দোলনের ফলে একদিকে বিদেশি পণ্যদ্রব্য আমদানির ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় অন্যদিকে স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবন, নতুন শিল্প স্থাপন, কাপড়ের কল, ব্যাংক, বীমা, চিনি, লবণ ও ওষুধসহ বিভিন্ন কারখানা গড়ে ওঠে।

সাংস্কৃতিক ভাবে এ আন্দোলন দেশীয় ভাষা, শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ আনয়ন করে। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে বহু ছাত্রকে বহিস্কার করলে জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা জরুরি হয়ে পড়ে। এ লক্ষ্যে রংপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ ও বরিশালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন হিন্দু মুসলমান সম্পর্কে অধিকতর তিক্ততার সৃষ্টি করে। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে যে ফাটল সৃষ্টি করেছিল স্বদেশী আন্দোলন তা আরও গভীরতর করে তোলে এবং তা জাতীয় ও রাজনীতি ও আন্দোলনের ওপর মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। এ আন্দোলনের এক পর্যায়ে বঙ্গভঙ্গ বাতিল হয়ে যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, দেশি পণ্য কিনে হন ধন্য' উক্তিটির আলোকে উক্ত আন্দোলন তথা স্বদেশী আন্দোলনের তাৎপর্য ছিল অপরিহার্য।

প্রশ্ন ৮ সুবর্ণপুর রাজ্যে বহু জাতির বসবাস। তালমা নামে একটি উপজাতি রাজ্যের পূর্বাংশে বসবাস করে। সংখ্যায় তারা অনেক হলেও তাদের মধ্যে কোনো ঐক্য ও সংহতি নেই। এ অবস্থায় প্রভাবশালী

তালমাগণ একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। অন্যান্য জাতি বিভিন্ন সমিতি, সংঘের মাধ্যমে তারা সংগঠিত ছিল। এ অবস্থায় তারা তালমা সংঘ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এ সংগঠনটি তালমাদের বিভিন্ন সমস্যা, দাবি সরকারের নিকট তুলে ধরতে থাকে। তালমা জাতির সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তালমা সংঘ অনন্য ভূমিকা পালন করে।

◀ পিথদফল-৬

- ক. কত খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল? ১
- খ. ব্রিটিশ উপনিবেশে ভারতের মুসলমানগণ আলাদা একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের তালমা সংঘের সাথে মুসলিম লীগের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. তালমা জাতির সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তালমা সংঘ অনন্য ভূমিকা পালন করে- মুসলিম লীগের ভূমিকার আলোকে উক্তিটির সত্যতা যাচাই করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

খ বঙ্গভঙ্গের কারণে মুসলমানগণ একটি আলাদা সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কর্মকাণ্ড মুসলমানদের সন্দিহান করে তোলে। সেই সাথে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর হিন্দু সম্প্রদায় তা রদ করার জন্য গণআন্দোলন গড়ে তোলে। এতে মুসলমানদের বিভিন্ন প্রকার দাবি-দাওয়া ও স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ কারণেই ব্রিটিশ উপনিবেশিক ভারতে মুসলমানগণ আলাদা একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

গ তালমা সংঘের সাথে মুসলিম লীগের বেশি কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ব্রিটিশ উপনিবেশিক ভারতে মুসলমানগণ অত্যন্ত অবহেলিত ছিল। ভারতের হিন্দুসমাজ বিভিন্ন সভা-সমিতির এবং কংগ্রেসের মাধ্যমে তাদের দাবি-দাওয়া পূরণ ও স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট হয়। কিন্তু মুসলমানদের দাবি-দাওয়া উত্থাপন এবং পূরণের জন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না। মুসলমানরা সংখ্যায় বেশি হলেও তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি অনুপস্থিত ছিল। এসব কারণে মুসলমানগণ একটি আলাদা রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। উদ্দীপকের তালমাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকের তালমা জাতিও সর্বদিক দিয়ে পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের থেকে পিছিয়ে ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীগণ বিভিন্ন সমবায় সমিতি, সংঘ, দল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐক্যবন্ধভাবে তারা তাদের স্বার্থ রক্ষা করে। তালমা জাতির প্রতি তাদের কোনোই অনুকম্পা নেই। এই প্রেক্ষাপটে তালমা জাতি তালমা সংঘ নামে একটি সংগঠন করে তোলে। এভাবে ব্রিটিশ ভারতের মুসলিম জাতিও হিন্দুদের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা পাচ্ছিল না। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করা হলে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এরই প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে মুসলিম লীগ।

সুতরাং দেখা যায় যে, তালমা সংঘ ও মুসলিম লীগ সংগঠন দুটি প্রতিষ্ঠাকালীন প্রেক্ষাপটের দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ তালমা জাতির সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ‘তালমা সংঘ’ অনন্য ভূমিকা পালন করে— মুসলিম লীগের ভূমিকার আলোকে উক্তিটি যথার্থ। কোনো সরকারের নিকট দাবিদাওয়া পেশ ও তা আদায়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রয়োজন। তালমা সংঘটি তালমা জাতির ক্ষেত্রে এই

প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করে। মুসলিমলীগও মুসলমানদের ক্ষেত্রে অনুরূপ ভূমিকা পালন করে।

১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠন উপমহাদেশের পরবর্তী রাজনৈতিক বিকাশ ধারায় মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করে। শুরুতে এর উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকার ও মুসলমানদের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা করা। মুসলমানদের সকল প্রকার অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য মুসলিম লীগ আশ্রয় প্রচেষ্টা চালায়। ফলে ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং এর শাখা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গঠিত হয়। এর ফলেই ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে মর্লে-মিন্টো সংস্কারের পৃথক নির্বাচন নীতি স্বীকৃত হয়। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে মুসলিম লীগ গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে। এর ফলে মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকের তালমা জাতি অধিকারবঞ্চিত থাকায় ‘তালমা সংঘ’ গড়ে তোলে। এর উদ্দেশ্য ছিল তালমা জাতির অধিকার আদায় করা। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ সংঘটি তালমাদের বিভিন্ন সমস্যা, দাবি সরকারের নিকট তুলে ধরতে থাকে। মুসলিম লীগের মতো তালমা জাতির সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও তালমা সংঘ অনন্য ভূমিকা পালন করে।

উপরোক্ত আলোচনায় এটা প্রতীয়মান হয় যে, তালমা জাতির সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তালমা সংঘ এবং মুসলমানদের সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৯ একাদশ শ্রেণির ছাত্রী লায়লার বই পড়ার খুব শখ। প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে জানার খুব আগ্রহ। সে অমর একুশের গ্রন্থমেলো-২০১৫ থেকে ‘মুসলিম লীগের ইতিহাস’ নামে একটি বই কেনে। বইটি পড়ে উপমহাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ইত্যাদি।

◀ পিথদফল-৬

- ক. রাওলাট আইন কী? ১
- খ. কোন পরিস্থিতিতে সর্বভারতীয় কংগ্রেস গঠিত হয়? ২
- গ. লায়লা বইটি পড়ে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় ইতিহাস সম্পর্কে যে ধারণা পেল তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনের আলোকে মুসলিম লীগের উদ্দেশ্যসমূহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রিটিশ সরকার সব ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন দমন করার জন্য ১৯১৯ সালে একটি প্রতিক্রিয়াশীল আইন পাস করে, যা “রাওলাট আইন” নামে পরিচিত।

খ ইউরোপীয়দের ইলবাট বিল বিরোধী বিক্ষোভে ভারতীয় অভিজাত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আত্মমর্যাদার আঘাত করে। ফলে তারা তাদের দাবি দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে একটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ১৮৮৩ সালে তারা ইলবাট হলে মিলিত হয়ে তাদের এই মনোভাব পেশ করে। ভারতীয়দের ক্ষোভে যেন একটি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রকাশ করতে পারে সেজন্য ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এলান অক্টোভিয়ান হিউম (Allan Octavian Hume) ১৮৮৫ সালে ২৮ ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (Indian National Congress) গঠন করেন।

গ লায়লা ‘মুসলিম লীগের ইতিহাস’ নামে একটি বই হতে মুসলিম লীগ গঠনের ইতিহাস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভারতের হিন্দুসমাজ বিভিন্ন সভা-সমিতি ও কংগ্রেসের মাধ্যমে তাদের দাবি-দাওয়া ও স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট হয়। অনুরূপ যে কোন ব্যবস্থা হতে মুসলমানরা বঞ্চিত ছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পর হিন্দু সম্প্রদায় তা রদ করার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলায় মুসলমান নেতৃবৃন্দও নিজেদের সংগঠিত করার প্রয়োজন অনুভব করে। ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর সিমলায় আগা খানের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী মুসলিম প্রতিনিধি দল বড়লাট লর্ড মিন্টোর নিকট পৃথক নির্বাচনের দাবি জানালে তিনি তা নীতিগতভাবে মেনে নেন। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রস্তাব আলাপ আলোচনা করেন। স্যার সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগে নবাব ডিকার-উল-মুলকের সভাপতিত্বে একটি ঘরোয়া আলোচনায় মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে লায়লা বইটি পড়ে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।

ঘ ১৯০৬ সালে তিনটি মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ঢাকায় মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল।

স্যার সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ১৯০৬ সালে ৩০ ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগে নবাব ডিকার-উল-মুলকের সভাপতিত্বে একটি ঘরোয়া আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ ঘরোয়া আলোচনা সভায় মহসিন-উল-মুলক ‘মুসলিম লীগ’ নামক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং হেকিম আজমল খাঁ তা সমর্থন করেন। এভাবে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯০৭ সালে এর গঠনতন্ত্র রচনার কাজ সমাপ্ত হয়। মূলত, ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় মুসলিম লীগের জন্মের সময় এর তিনটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্ণয় করা হয়েছিল। সেগুলো হলো: প্রথমত, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের আনুগত্য বৃদ্ধি এবং সরকারের নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে সরকারের সাথে মুসলিম জনগণের ভুল ধারণা দূর করা। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় মুসলিম জনগণের অধিকার ও স্বার্থের সংরক্ষণ এবং উন্নতি সাধনের জন্য তাদের প্রয়োজন ও আশা আকাঙ্ক্ষার কথা বিনয়ের সাথে সরকারের নিকট পেশ করা। তৃতীয়ত, উপরিউক্ত দুটি উদ্দেশ্য পূরণ করার পাশাপাশি ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে মুসলিম জনগণের সম্প্রীতি সৌহার্দের পথে প্রতিবন্ধকতা দূর করতে এ সংগঠনের তৎপরতা চালিয়ে যাওয়া। এভাবে মুসলিম লীগ তার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ১০ রিয়াজ তার গৃহশিক্ষকের কাছ থেকে জানতে পারে ঢাকা শহরের শাহবাগ একটি ঐতিহাসিক স্থান; কারণ এখানে একটি ঘরোয়া আলোচনায় মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠনের প্রস্তাব গৃহীত এবং পাস হয়। এ রাজনৈতিক সংগঠনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য বৃদ্ধি ও সরকারের প্রতি মুসলিম জনগণের ভুল ধারণার অবসান করা, মুসলিম জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সরকারকে জানানো এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে মুসলমানদের সম্প্রীতি সৌহার্দের পথে প্রতিবন্ধকতা দূর করা। রিয়াজ এসব কথা শোনার পর শাহবাগ জাতীয় জাদুঘর ও শিশুপার্ক পরিদর্শনের আগ্রহ প্রকাশ করে।

◀ **সিখদফল-৬**

- | | |
|---|---|
| ক. মুসলিম লীগ কত সালে গঠিত হয়? | ১ |
| খ. আলীগড় আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? | ২ |
| গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সংগঠনের সাথে পাঠ্যপুস্তকের যে রাজনৈতিক সংগঠনের মিল পাওয়া যায় তার গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। | ৩ |

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত সংগঠনটি ভারতীয় মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম হয়েছিল? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসলিম লীগ ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর গঠিত হয়।

খ মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই প্রগতিমূলক ভাবধারা প্রসারের জন্য স্যার সৈয়দ আহমদ খান যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তা আলীগড় আন্দোলন নামে খ্যাত। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিমুখতা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি অবহেলার ফলে ভারতবর্ষে মুসলমানরা ব্যাপক পিছিয়ে পড়ে ছিল। মুসলমানদের এ অবস্থা দূর করার জন্যই সৈয়দ আহমদ আলীগড় আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। আর এ আলীগড় আন্দোলন মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে থাকে।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত সংগঠনের সাথে পাঠ্যপুস্তকের রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগের মিল পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে বর্ণিত শাহবাগে ঘরোয়া আলোচনায় মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠনের প্রস্তাব গৃহীত এবং পাস হয়। এটির উদ্দেশ্য মুসলমানদের ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি ও সরকারের সাথে মুসলিম জনগণের ভুল ধারণার অবসান করা প্রভৃতি পাঠ্য বইয়ের মুসলিম লীগের কথা মনে করিয়ে দেয়।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর হিন্দু সম্প্রদায় তা রদ করার জন্য গণ আন্দোলন গড়ে তোলায় মুসলমান নেতৃবৃন্দও নিজেদের সংগঠিত করার প্রয়োজন অনুভব করেন। ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর সিমলায় আগা খানের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী মুসলিম প্রতিনিধি দল বড়লাট লর্ড মিন্টোর নিকট পৃথক নির্বাচনের দাবি জানালে তিনি তা নীতিগতভাবে মেনে নেন। এর ফলে মুসলমান নেতাগণ ভীষণভাবে উৎসাহিত হয়ে উঠেন। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রস্তাব আলাপ আলোচনা করেন। স্যার সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ১৯০৬ সালে ৩০ ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগে নবাব ডিকার-উল-মুলকের সভাপতিত্বে একটি ঘরোয়া আলোচনায় মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

ঘ উক্ত সংগঠন বলতে মুসলিম লীগকে বোঝানো হয়েছে।

হ্যাঁ, আমি মনে করি মুসলিম লীগ সংগঠনটি ভারতীয় মুসলমানদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম হয়েছিল।

১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একমুখা নীতির কারণে মুসলমানগণ নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মুসলিম লীগ গঠন করে। এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা মুসলমানদের মনে আত্মজাগরণের সৃষ্টি করে। ফলে ভারতের রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক জীবনে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা সুসংহত রূপ লাভ করে। মুসলিম লীগের ব্যানারে ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলমানদের সংগঠিত শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের ফলে তাদের ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া সহজ হয়। পৃথক নির্বাচনের দাবিসহ মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করায় মুসলিম লীগের জনসমর্থন ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

চল্লিশের দশকে হিন্দু-মুসলিম তিক্ত সম্পর্কের পটভূমিতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বি-জাতিতত্ত্ব উপস্থাপন করলে এটি মুসলিম লীগের দাবিতে পরিণত হয়। যার শেষ পরিণতি হলো ভারত বিভক্তি ও স্বাধীন পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি।

উপর্যুক্ত আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মুসলিম লীগ মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ১১ ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) একটি ধর্মভিত্তিক, রাজনৈতিক সংগঠন। গত ১৯ এপ্রিল ২০১৪ এ দলটির অন্যতম শীর্ষনেতা সুব্রাহ্মণ্যম স্বামী বাংলাদেশের কাছে এক-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড দাবি করেন। বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড অবৈধভাবে দাবি করার প্রতিবাদে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রবীণ নেতা লালকৃষ্ণ আদভানির অফিসিয়াল সাইট, বিজিপি'র অফিসিয়াল ও বিভিন্ন রাজ্যের ১১টি সাইট হ্যাক করেছে বাংলাদেশভিত্তিক হ্যাকার গ্রুপ 'বাংলাদেশ সাইবার ৭১'। নব্বই দশকের এ ধরনের একটি ধর্মভিত্তিক দল মুসলমানদের স্বার্থ ও অধিকার আদায় করার মানসে সৃষ্টি হয়েছিল।

◀ শিখনফল-৬

- ক. ১৯৪৬ সালের মন্ত্রিমিশনের সদস্যগণের নাম লেখো। ১
- খ. ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে ইজিতকৃত রাজনৈতিক দলটির উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত সংগঠনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য মূল্যায়ন করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪৬ সালের মন্ত্রিমিশনের সদস্যগণের নাম হচ্ছে স্যার স্ট্যানফোর্ড ক্রিপস, লর্ড প্যাথিক লরেন্স ও এ ভি আলেকজান্ডার।

খ ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের মূল লক্ষ্যগুলো হলো: প্রথমত, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে পরিহার করে ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী পাশাপাশি এলাকাসমূহে পৃথক 'অঞ্চল' হিসেবে চিহ্নিত করা। দ্বিতীয়ত, ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা। তৃতীয়ত, এই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অজরাজ্য বা প্রদেশগুলো হবে সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম। চতুর্থত, সংখ্যালঘুদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে কার্যকর ও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

গ উদ্দীপকে ইজিতকৃত রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করা। প্রতিষ্ঠালগ্নে মুসলিম লীগের যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা হয় সেগুলো হচ্ছে:

প্রথমত, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতবর্ষের মুসলমানদের আনুগত্য বৃদ্ধি করা এবং ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকল ভুল বোঝাবুঝির অবসান করা। দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের স্বার্থ ও অধিকার আদায় করা এবং তাদের দাবি-দাওয়া ব্রিটিশ সরকারের নিকট শ্রদ্ধার সাথে পেশ করা। তৃতীয়ত, উপরিউক্ত দু'টি উদ্দেশ্য ব্যাহত না করে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা। পরবর্তীকালে মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আরো সম্প্রসারণ করা হয়।

নবাব মোহসীন-উল-মুলক ও নবাব ভিকারুল-উল-মুলক মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক (Joint Secretary) নির্বাচিত হন। সংগঠনের গঠনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ৬০ সদস্যের একটি অস্থায়ী কমিটিও গঠন করা হয়। ক্রমে প্রদেশে প্রদেশে দলের শাখা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯০৮ সালে সৈয়দ আমীর আলী লন্ডনে মুসলিম লীগের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন।

ঘ মুসলিম লীগের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছিল অপরিসীম।

১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একমুখা নীতির কারণে মুসলমানগণ নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠন করে।

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গতি পরিবর্তনকারী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা মুসলমানদের মনে আত্মজাগরণের সৃষ্টি করে। ফলে ভারতের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা সুসংহতরূপ লাভ করে। মুসলিম লীগের ব্যানারে ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলমানদের সংগঠিত শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের ফলে তাদের ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া আদায় সহজ হয়। পৃথক নির্বাচনের দাবিসহ মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করায় মুসলিম লীগের জনসমর্থন ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং ৪০ বছরের মধ্যে এটি ব্যাপক জনসমর্থিত রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত হয়। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে হিন্দু-মুসলিম তিক্ত সম্পর্কের পটভূমিতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব' উপস্থাপন করলে এটি মুসলিম লীগের দাবিতে পরিণত হয়। যার শেষ পরিণতি হলো ভারত বিভক্তি ও স্বাধীন পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি।

পরিশেষে বলা যায়, মুসলিম লীগ নামক রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে।

প্রশ্ন ▶ ১২ গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তি লুৎফর রহমান জমিদারের নাতি কৃষ্ণ ধরকে বলেন, 'আমার বাবাসহ অনেক কৃষক তাদের রক্ত পানি করা শ্রম দিয়ে ফসল ফলাত। আর কোলকাতা থেকে তোমার দাদা এসে সব ফসল নিয়ে যেত। সেটা নাকি ব্রিটিশ সরকারকে খাজনা হিসেবে দেয়া হবে।' তিনি আরও বলেন, 'তখন ঢাকায় কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান কোনো কিছুই ছিল না। কারণ সব উন্নয়নমূলক কাজ হতো কলকাতাকে ঘিরে।'

◀ শিখনফল-৬

- ক. কত সালে ভারতবর্ষে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে? ১
- খ. আলীগড় আন্দোলন কী? ২
- গ. বঙ্গভঙ্গের পেছনে যে কারণগুলো ছিল তার কোন কারণটি লুৎফর রহমান সাহেবের কথায় প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. লুৎফর রহমানের উল্লেখিত কারণই কি বঙ্গভঙ্গের মূল কারণ বলে তুমি মনে কর? লিখ। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৮৫৮ সালে ভারতবর্ষে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে।

খ মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই প্রগতিমূলক ভাবধারা প্রসারের জন্য স্যার সৈয়দ আহমদ খান যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তা আলীগড় আন্দোলন নামে খ্যাত। ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিমুখতা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি অবহেলার ফলে ভারতবর্ষে মুসলমানরা ব্যাপক পিছিয়ে পড়ে ছিল। মুসলমানদের এ অবস্থা দূর করার জন্যই সৈয়দ আহমদ আলীগড় আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। আর এ আলীগড় আন্দোলন মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে থাকে।

গ বঙ্গভঙ্গের পেছনে যে কারণগুলো ছিল সেগুলোর মধ্যে আর্থ-সামাজিক কারণটি লুৎফর রহমান সাহেবের কথায় প্রতিফলিত হয়েছে। উদ্দীপকে বর্ণিত এ দেশে উৎপাদিত ফসল কলকাতায় খাজনা হিসেবে নিয়ে যাওয়া এবং সব উন্নয়ন মূলক কাজ কলকাতায় হওয়া প্রভৃতি বঙ্গভঙ্গের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পিছনে আর্থ-সামাজিক কারণটি ক্রিয়াশীল ছিল। বস্তুত কলকাতা ছিল অবিভক্ত বাংলার প্রাণকেন্দ্র। কলকাতা বাংলা প্রদেশের রাজধানী ছিল বলে ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো সেখানেই বিশেষভাবে গড়ে ওঠে। পক্ষান্তরে বিস্তীর্ণ পূর্ববঙ্গ রাজধানীর সবসুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। পাট পূর্ববঙ্গে উৎপন্ন হতো কিন্তু পাটকলগুলো প্রধানত গড়ে উঠেছিল কলকাতায়। এক কথায় কলকাতাকে কেন্দ্র করেই বাংলার সকল প্রকার অর্থনৈতিক, শিল্প, যোগাযোগ ও প্রশাসনিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আর পূর্ব বাংলা থেকে চরম অবহেলিত। এই অবস্থায় ব্রিটিশ জনগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার মুসলমানদের বুঝাতে চেষ্টা করে যে বঙ্গভঙ্গের ফলে তাদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে। পূর্ব বাংলার জনগণ-এ কথায় আস্থা স্থাপন করে বঙ্গ বিজনেকে সমর্থন জানায়।

ঘ লুৎফর রহমানের উল্লেখিত কারণটি হলো আর্থ-সামাজিক কারণ। লুৎফল রহমানের উল্লেখিত আর্থ-সামাজিক কারণটি বঙ্গভঙ্গের মূল কারণ নয় বলে আমি মনে করি।

প্রশাসনিক কারণই হলো বঙ্গভঙ্গের মূল কারণ।

লর্ড কার্জনের শাসনামলে বঙ্গভঙ্গ ছিল একটি প্রশাসনিক সংস্কার। বাংলা প্রেসিডেন্সি ছিল ভারত উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় প্রদেশ। যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার বেহাল দশা প্রভৃতি কারণে একজন গভর্ণরের পক্ষে এই বিশাল প্রদেশের সৃষ্টি শাসন কাজ পরিচালনা করা ছিল প্রায় অসম্ভব। বাংলায় ইতোপূর্বে দায়িত্ব পালনকারী ব্রিটিশ কর্মকর্তাগণ এ বাস্তব সমস্যা তুলে ধরে ১৮৫৩ সাল থেকে বিভিন্ন সময় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বাংলা প্রদেশের ভৌগোলিক পূর্ণগঠনের প্রস্তাব করেছেন। ইতোপূর্বে ছোটখাটো পূর্ণগঠন হলেও নানা কারণে বড় রকমের বিভক্তি সম্ভব হয় নি। এরূপ একটি বাস্তবতার মধ্যে লর্ড কার্জন দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রশাসনিক সুবিধার জন্যই বঙ্গ প্রদেশের বিভক্তির উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

উপর্যুক্ত আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রশাসনিক কারণই ছিল বঙ্গভঙ্গের মূল কারণ।

প্রশ্ন ▶ ১৩ বাংলার অন্যতম কৃতি সন্তান শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মূল লাহোর প্রস্তাবে একাধিক মুসলিম রাষ্ট্রের কথা থাকলেও সংশোধিত লাহোর প্রস্তাবে একটি মাত্র রাষ্ট্রের কথা নিয়ে আসা হয়। অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকার মন্ত্রী মিশন প্রেরণ করে ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনাত্মক সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হয়। তবে এ মন্ত্রী মিশন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়ে নিজস্ব পরিকল্পনা পেশ করে যা মন্ত্রী মিশন প্রস্তাব নামে পরিচিত।

◀ পৃষ্ঠা ১১

- | | |
|--|---|
| ক. অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের জনক কে? | ১ |
| খ. অসহযোগ আন্দোলনের কারণ বর্ণনা কর। | ২ |
| গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা দাও। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে আলোকপাতকৃত মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলো বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের জনক মহাত্মা গান্ধী।

খ অসহযোগ আন্দোলনের পেছনে কতিপয় কারণ বিদ্যমান ছিল।

ভারতীয় মুসলমানরা তুরস্কের ব্যবচ্ছেদকে কেন্দ্র করে খিলাফত আন্দোলন শুরু করে। মহাত্মা গান্ধী এ সময় মনে করেন মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলনকে অসহযোগ আন্দোলনের সাথে যুক্ত করতে পারলে ব্রিটিশদের অনুসৃত বিভেদ নীতি ব্যর্থ ও স্বরাজ লাভ সহজ হবে। এছাড়া জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, রাওলাট আইন পাশ প্রভৃতি ঘটনার এক পর্যায়ে মহাত্মা গান্ধী ১৯২০ সালের ১ আগস্ট অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।

গ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে ১৯৪০ সালের লাহোরে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়, যার মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।

ভারতে হিন্দু-মুসলিম দুটি আলাদা জাতি। জাতির যেকোনো সংজ্ঞায় মুসলমান একটি জাতি। সুতরাং মুসলমানদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং সুন্দর জীবনযাপনের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র থাকা দরকার। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক মুসলিম লীগের অধিবেশনে দ্বি-জাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাই লাহোর প্রস্তাব নামে খ্যাত।

লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে পরিহার করে ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সংলগ্ন এলাকাসমূহকে পৃথক অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। তাছাড়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। এসব স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য বা প্রদেশ হবে সম্পূর্ণভাবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম। এছাড়া সংখ্যালঘুদের অধিকার ও স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে কার্যকর ও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা থাকতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উপমহাদেশের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ প্রস্তাবের রূপরেখা অনুযায়ী পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

ঘ উদ্দীপকে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার প্রস্তাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

‘কাবিনেট মিশন’ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে আলোচনার পর ১৯৪৬ সালে ভারতের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করে। যা ইতিহাসে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা নামে পরিচিত।

মন্ত্রিমিশন প্রস্তাবনার বিশ্লেষণে দেখা যায় মূলত ভারত উপমহাদেশকে একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করার প্রস্তাব ছিল এ পরিকল্পনায়। এছাড়া প্রস্তাব অনুযায়ী কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করার কথা বলা হয়। এ প্রস্তাবে একটি স্বায়ত্তশাসিত ভারত ইউনিয়ন গঠনের পাশাপাশি ভারতীয় প্রদেশগুলোকে ৩ ভাগে ভাগ করার কথা বলা হয়। এছাড়া কোনো গ্রুপ ইচ্ছা করলে দশ বছর পর কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে বলা হয়। এ প্রস্তাবগুলি মুসলিম লীগ নেতারা প্রথমে মেনে নিলেও পরবর্তীতে পুরো পরিকল্পনাকেই প্রত্যাখান করে। অপরদিকে কংগ্রেসও এর বিরোধীতা করে। ফলে এ পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার প্রস্তাবনায়ও দেখা যায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই প্রস্তাবনাকে প্রত্যাখান করলে শেষ পর্যন্ত এটি ব্যর্থ হয়।



প্রশ্ন ▶ ১ আনোয়ারুল হক গ্রামের একজন প্রবীণ ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। আশপাশের অনেক গ্রামেই আধুনিক জীবনধারার অনুপ্রবেশ ঘটলেও নিজের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে আনোয়ারুল হক গ্রামের শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হতে দেননি। এমনকি গ্রামের কৃষকদেরকে বিভিন্ন কাজ করতে জোরপূর্বক বাধ্য করেছেন। এরূপ অবস্থার পরিবর্তনে এগিয়ে এসেছেন একই গ্রামের স্কুল শিক্ষক সামাদ চৌধুরী। তিনি স্কুলের ছাত্রদেরকে আধুনিক শিল্প-সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং আধুনিক হয়ে ওঠা অন্যান্য গ্রামের মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পরামর্শ দেন।

◀ পিখনফল-৩

- ক. ভারত কত তারিখে স্বাধীনতা লাভ করে? ১
- খ. বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. আনোয়ারুল হকের কর্মকাণ্ড ইংরেজ গভর্নর লর্ড কার্জনের কোন কর্মকাণ্ডের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. সামাদ চৌধুরীকে উক্ত গ্রামের ত্রাণকর্তা বলাই সমীচীন-আলীগড় আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারত ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা লাভ করে।

খ বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব বলতে অখণ্ড বাংলা সম্পর্কিত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবটিকে বোঝায়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ভারতবর্ষের বিভাজন নিয়ে রাজনৈতিক মতপার্থক্য যখন তীব্র আকার ধারণ করে তখন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩) অখণ্ড বাংলার প্রস্তাব করেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসু (১৮৮৯-১৯৫০) সক্রিয়ভাবে এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। এ প্রস্তাবটিই ‘বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব’ নামে পরিচিত।

গ আনোয়ারুল হকের কর্মকাণ্ড ইংরেজ গভর্নর লর্ড কার্জনের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কৃষি সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। আনোয়ারুল হক গ্রামের একজন প্রবীণ ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। আশপাশের অনেক গ্রামেই আধুনিক জীবনধারার অনুপ্রবেশ ঘটলেও নিজের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে তিনি গ্রামের শিল্প-সংস্কৃতি, কৃষি কোনো ক্ষেত্রেই পরিবর্তন হতে দেননি। তার এ কর্মকাণ্ডের বিপরীতমুখী কাজ করেছিলেন লর্ড কার্জন।

লর্ড কার্জন তার শাসনামলে (১৮৯৯-১৯০৫) শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ‘ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট’ প্রণয়ন করেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগের সূচনা হয়। তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়াম এবং অক্সফোর্ডের বোদলেইয়ান লাইব্রেরির আদলে স্থাপন করেন ইমপেরিয়াল লাইব্রেরি (Imperial Library)। ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য লর্ড কার্জন পুরাতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন।

ঐতিহাসিক স্থাপনা থেকে অফিস ও অফিসারদেরকে তিনি উচ্ছেদ করেন। বিজ্ঞান ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য লর্ড কার্জন কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। বিহারের পুসায় তিনি পরীক্ষামূলক খামার ও গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করেন। এছাড়া তিনি মহাজনদের দাসত্ব থেকে কৃষক সম্প্রদায়ের মুক্তির জন্য সমবায় সমিতি গঠন করেন। উদ্দীপকের আনোয়ারুল হক এসব কাজ করেননি। সুতরাং বলা যায়, আনোয়ারুল হকের কর্মকাণ্ড লর্ড কার্জনের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও কৃষি সম্পর্কিত সংস্কার কাজের সাথে মিল নেই।

ঘ সামাদ চৌধুরীকে তাদের গ্রামের ত্রাণকর্তা বলা সমীচীন হবে। উদ্দীপকের আনোয়ারুল হক শিল্প-সংস্কৃতি ও কৃষির ক্ষেত্রে কোনো উন্নতি না করায় গ্রামের যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করতে এগিয়ে আসেন সামাদ চৌধুরী। অনুরূপভাবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকালে মুসলমানদের দুর্যোগময় মুহূর্তে তাদের ত্রাণকর্তারূপে উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের আবির্ভাব ঘটে। মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য তার পরিচালিত আন্দোলন ‘আলীগড় আন্দোলন’ (Aligarh Movement) নামে পরিচিত। আলীগড় আন্দোলনের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ব্রিটিশ শাসনকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে না পারায় ভারতীয় মুসলমানরা দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত হয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অনীহার কারণে তারা সব দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়েছিল। এ সময় স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত করে তুলতে সচেষ্ট হন। তিনি মুসলমানদেরকে ইংরেজ শাসকদের সাথে সহযোগিতা করার পরামর্শ দেন।

১৮৭০ সালে সৈয়দ আহমদ খান ‘তাহজীবুল আখলাক’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ পত্রিকার মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের নৈতিকতা, আচার-ব্যবহার এবং তাদের কৃপমণ্ডকতা ও কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা করেন। তিনি আলীগড় কলেজ স্থাপন করে মুসলিম ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষার পথ সুগম করেন। ১৮৬৪ সালে তিনি গাজীপুরে ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তিনি ‘বিজ্ঞান সমিতি’, ‘মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স’ (Muhammadan Educational Conference) প্রভৃতি সংস্থা গঠন করে মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় উদ্বুদ্ধ করেন। উদ্দীপকের সামাদ চৌধুরীও তার গ্রামের অবস্থার পরিবর্তনে স্কুলের ছাত্রদেরকে আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ করেন। আধুনিক হয়ে ওঠা অন্যান্য গ্রামের মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে তাদেরকে তিনি পরামর্শ দেন। এসব কারণে সামাদ চৌধুরীকে তার গ্রামের ত্রাণকর্তা বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ২ সরণখোলা একটি হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম। এখানকার হিন্দুরা শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর ও উন্নত কিন্তু মুসলমানরা অনগ্রসর ও অনুন্নত। তারা বিভিন্ন কুসংস্কারেও আচ্ছন্ন। সময়ের ব্যবধানে গ্রামে একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের জন্মগ্রহণ করেন প্রতিভাসম্পন্ন আবদুল্লাহ। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি গ্রামের মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি মুসলমানদের সচেতন করে তোলেন। গ্রামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম ছাত্র পড়াশুনার সুযোগ পেয়ে তারা এগিয়ে যায়। তাদের মধ্যে আত্মসচেতনতা ও দেশপ্রেম জাগ্রত হয়।

◀ *শিখনফল-৪*

- ক. ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ‘কাইজার-ই-হিন্দ’ উপাধিতে কাকে ভূষিত করা হয়?
- খ. অসহযোগ আন্দোলন বলতে কী বোঝ?
- গ. উদ্দীপকের আবদুল্লাহ মুসলমানদের শিক্ষাবিস্তার ও আত্মসচেতনতার জন্য যেসব অবদান রেখেছেন তা পাঠ্যবইয়ে কোন নেতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. উদ্দীপকের আবদুল্লাহকে সরণখোলা গ্রামের উন্নয়নের অগ্রদূত বলা যায়— পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ‘কাইজার-ই-হিন্দ’ উপাধিতে মহারানি ভিক্টোরিয়াকে ভূষিত করা হয়।

খ খিলাফত আন্দোলনের পর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে আন্দোলনের ডাক দেয় তা-ই হলো অসহযোগ আন্দোলন।

১৯২০ সালের মার্চে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের এক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এ সময় কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি মুসলমানদের দাবি পুনর্ব্যক্ত করে ব্রিটিশ সরকারের সাথে অসহযোগিতার নীতি ঘোষণা করে। এই প্রেক্ষিতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ যৌথভাবে আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং গান্ধীজী ১৯২০ সালের ১ আগস্টে অমৃতসরে এক সম্মেলনে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এ আন্দোলনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল বিলেতি পণ্য সামগ্রী বর্জন, মাদকতা বর্জন, সরকারি খেতাব বর্জন, সরকারি অনুষ্ঠান ও স্কুল-কলেজ বর্জন, আইনসভা ও আদালত বর্জন ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকের আবদুল্লাহ মুসলমানদের শিক্ষাবিস্তার ও আত্মসচেতনতার জন্য যেসব অবদান রেখেছেন তা পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত স্যার সৈয়দ আহমদ খানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রেই হিন্দুরা এগিয়ে আর মুসলমানরা সকল দিক থেকে পিছিয়ে থাকে। কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি ঘৃণা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। মুসলমানদের এরূপ চরম দুর্দিনে ত্রাণকর্তারূপে স্যার আহমদ খানের আবির্ভাব হয়। তিনি দিল্লির এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুসলমানদের অজ্ঞতা দূরীভূত করতে প্রথমে মুসলমানদের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ ও ইংরেজি শাসকদের সাথে সহযোগিতা করার উপদেশ দেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে

পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ১৮৭৭ সালে আলীগড় কলেজ স্থাপন করেন এবং পরে এটি ‘আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে’ উন্নীত হয়। মুসলমানরা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে এগিয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকেও দেখা যায় সরণখোলা হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামে হিন্দুরা শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসর হলে মুসলমানরা ছিল অনগ্রসর ও অনুন্নত। উক্ত গ্রামে আবদুল্লাহ একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে তিনি মুসলমানদের সচেতন করে তোলেন। তিনি গ্রামের মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং গ্রামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে পড়াশুনা করে মুসলিম ছাত্ররা পড়াশোনার সুযোগ পেয়ে এগিয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে আত্মসচেতনতা সৃষ্টি হয়।

তাই বলা যায় উদ্দীপকে আবদুল্লাহ মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তার ও আত্মসচেতনতার জন্য অবদান রেখেছে তা স্যার সৈয়দ আহমদ খানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ উদ্দীপকের আবদুল্লাহকে সরণখোলা গ্রামের উন্নয়নের অগ্রদূত বলা যায় অর্থাৎ স্যার সৈয়দ আহমদকে ভারতীয় মুসলমানদের উন্নয়নের অগ্রদূত বলা যায়।

অধিকার বঞ্চিত ও হতাশাগ্রস্ত মুসলমানদের চরম দুর্দিনে ত্রাণকর্তারূপে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের আবির্ভাব হয়। স্যার সৈয়দ আহমদ খান বাস্তব দৃষ্টিতে উপলব্ধি করলেন ইংরেজ মুসলিম সু-সম্পর্ক স্থাপনই মুসলমানদের উন্নতির পূর্বশর্ত। প্রথমে তিনি মুসলমানদের অজ্ঞতা দূরীভূত করতে শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মুসলমানদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আলীগড়কে কেন্দ্র করে সংস্কারমূলক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন যা ইতিহাসে আলীগড় আন্দোলন নামে পরিচিত। তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার, অশিক্ষা, অজ্ঞতা এবং অর্ধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। ইংরেজ ও মুসলমানদের ভুল বোঝাবুঝির অবসানের জন্য দুটি বই লেখেন। ১৮৬৪ সালে তিনি Scientific Society বা বিজ্ঞান সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন যেটি পরবর্তীতে Literary and Scientific Society নামে পরিচিত হয়। এটি মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারের প্রধান কেন্দ্র ছিল। মুসলমানদের সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ‘তাহতিব উল আখলাক’ পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ‘ভারতীয় মুসলিম শিক্ষা উন্নয়ন সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সমিতির মাধ্যমে ১৮৭৫ সালের মে মাসে ‘Mohammadan Anglo Oriental Colleg’ স্থাপিত হয়। ১৮৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি আলীগড় কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং পরে এটি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়’ উপনীত হয়। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে এ সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মুসলমানদের মধ্যে উন্নত চিন্তাধারা, ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি এবং গোঁড়ামি দূর করার লক্ষ্যে তিনি ১৮৬৬ সালে ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ ‘Mohammadan Literary Society’ গঠন করেন। এভাবে তিনি মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করে তাদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান।

পরিশেষে বলা যায়, মুসলিম সমাজে নবজাগরণ সৃষ্টিতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

প্রশ্ন ▶ ৩ ময়ুরাঙ্গী গ্রামের একটি সম্প্রদায়ের মানুষ সরকারের নীতি ও আদর্শ বিরোধী অবস্থান ও সরকারের সাথে অসহযোগিতার কারণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়ে পিছিয়ে পড়ে। গ্রামের আধুনিক ধ্যান-ধারণা সম্পন্ন ব্যক্তি সালমান তারিক তাদের এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকারের সাথে সহযোগিতা ও সরকারের প্রবর্তিত শিক্ষা গ্রহণ করার আহ্বান জানান। গ্রামের মানুষের অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টাকে তিনি আন্দোলনে রূপ দেন।

◀ শিখনফল-৪

- ক. দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে কোথায় নির্বাসন করা হয়? ১
- খ. সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ কোনটি? ২
- গ. উদ্দীপকের সালমান তারিকের কর্মকাণ্ডের সাথে ভারতের কোন সমাজ সংস্কারকের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? আলোচনা কর। ৩
- ঘ. এ ধরনের আন্দোলন একটি জনগোষ্ঠীর অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে— মতামত দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে বার্মার রেঙ্গুনে নির্বাসন করা হয়।

খ ভারতবর্ষে ১৮৫৭ সালে যে মহাবিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল তাই সিপাহী বিদ্রোহ নামে খ্যাত।

সিপাহী বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল চর্বিমিশ্রিত এক ধরনের কার্তুজ প্রচলন। ১৮৫৬ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে সৈনিকদের ব্যবহারের জন্য এনফিল্ড রাইফেল নামে এক নতুন রাইফেলের প্রচলন করা হয়। এই রাইফেলের কার্তুজ ব্যবহারের পূর্বে দাঁত দিয়ে কাটতে হতো। সেনাদের মাঝে গুজব রটে যে এই কার্তুজে শূকর ও গরুর চর্বি মেশানো রয়েছে। এটি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে প্রাণ ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীতে বিদ্রোহে রূপ নেয়।

গ উদ্দীপকের সালমান তারিকের কর্মকাণ্ডের সাথে ভারতের সমাজ সংস্কারক স্যার সৈয়দ আহমদ খানের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত সালমান তারিক বঞ্চিতও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে উত্তরণের জন্য সরকারের সাথে সহযোগিতা ও সরকার প্রবর্তিত শিক্ষা গ্রহণ করার আহ্বান জানান। এ ঘটনা সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

স্যার সৈয়দ আহমদ খান ব্যক্তিগত স্বার্থে ইংরেজ সরকারের নিকট সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের পরিবর্তে মুসলমান সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণ সাধনে ব্রতী হন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, মুসলমানদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি ঘৃণা তাদের দুর্দশার অন্যতম কারণ। ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ না করে এবং ইংরেজদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে মুসলমানরা সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে।

সৈয়দ আহমদ ইংরেজ সরকার ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন ব্রতী হন এবং মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে যত্নবান হন। তিনি মুসলমানদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা ও আনুগত্যের উপরেই তাদের উন্নতি একান্ত ভাবে নির্ভরশীল।

ঘ এ ধরনের আন্দোলন বলতে মূলত আলীগড় আন্দোলনকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত কর্মসূচির মাধ্যমে আলীগড় আন্দোলন ও একটি জনগোষ্ঠীর অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছিল বলে আমি মনে করি।

মুসলমানদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি ঘৃণা তাদের দুর্দশাকে ত্বরান্বিত করেছিল। ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ না করে এবং ইংরেজদের প্রতি বীতশ্রদ্ধা হয়ে মুসলমানরা সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। সৈয়দ আহমদ ইংরেজ সরকার ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন ব্রতী হন এবং মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে যত্নবান হন। তিনি মুসলমানদের বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা ও আনুগত্যের উপরেই তাদের উন্নতি একান্তভাবে নির্ভরশীল। অপরদিকে তিনি সরকারকে মুসলমানদের আনুগত্যের আশ্বাস দেন। ইসলাম ধর্মে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার কোনো কারণ নেই। তিনি ইংরেজগণকে এ বলে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, ইসলাম ধর্মে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার কোনো কারণ নেই। আলীগড় আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে যথেষ্ট সাহায্য করে। তিনি ধর্মান্ধতা ও সকল প্রকার সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে মুসলমানদের সতর্কতার একটি সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন।

তাই বলা যায় যে প্রশ্নোল্লিখিত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৪ স্যার শফিক আহমদ স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি করেন এবং সিলেট বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেন। এ বিখ্যাত আন্দোলন সিলেট আন্দোলন নামে খ্যাত। এ আন্দোলনে মুসলমানদের মধ্যে পুনর্জাগরনের সৃষ্টি হয়।

◀ শিখনফল-৪

- ক. আলীগড় আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন? ১
- খ. আলীগড় আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. সিলেট আন্দোলনের সাথে আলীগড় আন্দোলনের সাদৃশ্য তুলে ধর। ৩
- ঘ. স্যার শফিক আহমদের বর্ণনার আলোকে আলীগড় আন্দোলনের ফলাফল বিশ্লেষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আলীগড় আন্দোলনের নেতা ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান।

খ মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই প্রগতিমূলক ভাবধারা প্রসারের জন্য স্যার সৈয়দ আহমদ খান যে আন্দোলনে সূত্রপাত করেন তা আলীগড় আন্দোলন নামে খ্যাত।

ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিমুখতা ও পাশ্চাত্য সাংস্কৃতির প্রতি অবহেলার ফলে ভারতবর্ষে মুসলমানরা ব্যাপক পিছিয়ে পড়ে ছিল। মুসলমানদের এ অবস্থা দূর করার জন্যই সৈয়দ আহমদ আলীগড় আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। আর এ আলীগড় আন্দোলন মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে থাকে।

গ সিলেট আন্দোলনের সাথে আলীগড় আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাসমূহ আলীগড় আন্দোলনকে মনে করিয়ে দেয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত শফিক আহমদ যেমন সিলেট বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা করেন তেমনি সৈয়দ আহমদ আলীগড় কলেজকে কেন্দ্র করে অবহেলিত মুসলমানদের উন্নতি সাধনে চেষ্টা করেন। উদ্দীপকের আন্দোলন সিলেট কেন্দ্রিক হওয়ায় সিলেট আন্দোলন নামে খ্যাতি অর্জন করে। অন্যদিকে সৈয়দ আহমদ আলীগড়কে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন করেন এর নাম হয় আলীগড় আন্দোলন।

মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই প্রগতিমূলক প্রসারের জন্য এ আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক ভাবধারা প্রসারের উদ্দেশ্যে সৈয়দ আহমদ মোহামেডান কনফারেন্স নামে আর একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকের মত স্যার সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলনও মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণের সৃষ্টি করে।

ঘ স্যার শফিক আহমদ বর্ণনা করেছেন যে, সিলেট আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে পূর্ণজাগরণের সৃষ্টি করে ঠিক তেমনি ভাবে পাঠ্য বইয়ের স্যার সৈয়দ আহমদ নামে পরিচালিত আলীগড় আন্দোলনও মুসলমানদের মধ্যে নব জাগরণের সূত্রপাত করেন। সৈয়দ আহমদ ইংরেজ সংস্কার ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে ব্রতী হন এবং মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে যত্নবান হন। তিনি মুসলমানদের বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, ইংরেজদের সাথে সহযোগিতাও আনুগত্যের উপরেই তাদের উন্নতি একান্তভাবে নির্ভরশীল। অপর দিকে তিনি সরকারকে মুসলমানদের আনুগত্যের আশ্বাস দেন। তিনি ইংরেজগণকে এ বলে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে ইসলাম ধর্মে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার কোনো কারণ নেই। আলীগড় আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে যথেষ্ট সাহায্য করে। মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ নি. থিওডোর বেক মুসলমানদের অগ্রগতিতে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামি দূর উন্নত চিন্তাধারা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাদের সাশ্রয় দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। পরিশেষে বলা যায় যে, তিনি মুসলিম নবজাগরণে অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করেন।

প্রশ্ন ৫ এমদাদ সাহেব একটি মাদ্রাসা পরিদর্শনে গিয়ে লক্ষ করলেন, সেখানে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অবহেলা করা হচ্ছে। তিনি মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের মতো কিছু লোকের জন্য ভারতীয় উপমহাদেশে এক সময় মুসলমানরা ইংরেজি ও বিজ্ঞান শিক্ষা ছেড়ে দূরে অবস্থান করত, ফলে তারা শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়; পাশাপাশি হিন্দুদের থেকে ক্ষমতায়ও পিছিয়ে পড়ে। তিনি আরও বলেন, আমি আপনাদের ইংরেজি ভাষায় রচিত মূল্যবান কিছু গ্রন্থকে উর্দুতে অনুবাদ করে তা পড়ার সুযোগ করে দেব। আপনাদের নবজাগরণের জন্য আমি একটি এডুকেশনাল কনফারেন্স প্রতিষ্ঠা করে দেব। আমি আশা করি আমার পরামর্শগুলো মেনে চললে আপনারা উপকৃত হবেন।

◀ শিখনফল-৪

ক. আলীগড়ে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কলেজ কে প্রতিষ্ঠা করেন?১

খ. স্বদেশি আন্দোলনের মূল লক্ষ্য কী ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত আন্দোলনের পদক্ষেপগুলো তোমার পঠিত কোন ঘটনার সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত আন্দোলনের নেতা মুসলমানদের সার্বিক মজল সাধনে ব্রত গ্রহণ করেছিলেন? উত্তরের স্বপক্ষে মতামত দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আলীগড়ে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান।

খ বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাস থেকে বয়কট স্বদেশি কর্মপন্থা নিয়ে পূর্ব বাংলায় যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তাই স্বদেশি আন্দোলন নামে পরিচিত।

স্বদেশি আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ইংল্যান্ডের সুতিবস্ত্র বর্জন করে বস্ত্রশিল্পের ক্ষতি সাধন করা ভারতের রুগ্ন শিল্পগুলোকে সজীব করে তোলা স্বদেশি আন্দোলনের অপরলক্ষ্য ছিল ভারতকে দেশীয় পণ্যে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা। এর ফলে শ্রীযুগ্ম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির শিল্প এবং বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত আন্দোলনের পদক্ষেপ গুলো আমার পঠিত আলীগড় আন্দোলনের ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে বর্ণিত মুসলমানরা ইংরেজি ও বিজ্ঞান শিক্ষা ছেড়ে দূরে অবস্থান করার কারণে তারা শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়। পাশাপাশি হিন্দুদের থেকে ক্ষমতায় ও পিছিয়ে পড়ে। এছাড়া নব জাগরণের জন্য একটি এডুশেনাল কনফারেন্স প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি আলীগড় আন্দোলনকে মনে করিয়ে দেয়।

স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষার ভীতি দূর করার জন্য তাহজিব-উল-আখলাক নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব ও করেন। ভারত সরকার এ প্রস্তাব সমর্থন করলেও এক শ্রেণির রক্ষণশীল মুসলমান পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের তীব্র বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে তিনি আলীগড়ে অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক ভাবধারা প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স নামে একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃত পক্ষে সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণের সূত্রপাত করেন। এভাবে তিনি আলীগড় আন্দোলনের সূচনা করেন।

ঘ উক্ত আন্দোলন বলতে আলীগড় আন্দোলন বোঝানো হয়েছে। হ্যাঁ, আমি মনে করি আলীগড় আন্দোলনের নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদের সার্বিক মজল সাধনে ব্রতী গ্রহণ করেছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খান ব্যক্তিগত স্বার্থে ইংরেজ সরকারের নিকট সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের পরিবর্তে মুসলমান সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণ সাধনে ব্রতী হন। সে সময়কার মুসলমান সম্প্রদায়ের শোচনীয় দুরবস্থা সৈয়দ আহমদকে অত্যন্ত ব্যথিত করে তুলেছিল। তিনি উপলব্ধি করেন যে, মুসলমানদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি ঘৃণা তাদের দুর্দশার অন্যতম কারণ। ইংরেজ শাসনের শুরু থেকেই মুসলমানগণ তাদের

সাথে সব রকমের সংশ্রব বর্জন করেছিল। এ সময় ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের বিরূপ মনোভাব লক্ষ্য করে হিন্দু তোষণনীতি গ্রহণ করে এবং মুসলমানদের সব দিক থেকে বঞ্চিত করেন। সৈয়দ আহমদ ইংরেজ সরকার ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন ব্রতী হন এবং মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে যত্নবান হন। তিনি মুসলমানদের বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা ও আনুগত্যের উপরেই তাদের উন্নতি নির্ভরশীল। তিনি সরকারকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, ইসলাম ধর্মে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার কোনো কারণ নেই।

অতএব, বলা যায় সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের কল্যাণে ব্রতী ছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৬ সালমা ও রোকেয়া দুই বান্ধবী। একই পাড়ায় থাকেন। শুরুর ছুটির দিনে শাড়ি ক্রয় করতে তারা গ্রামীণ বস্ত্রালয়ে গেলেন। তারা অনেক দামি দামি শাড়ি ঝুলানো দেখলেন। দোকানদার জিজ্ঞাসা করল, আপনারা দেশি শাড়ি কিনবেন না বিদেশি শাড়ি কিনবেন? সালমা বলল, আমাদের দেশি শাড়িই দেখান। দোকানদার এক ঝলক হেসে বললেন, ‘দেশিপণ্য কিনে হন ধন্য’।

◀ পিখদফল-৫

ক. স্যার সৈয়দ আহমদ প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কী?

১

খ. খিলাফত আন্দোলন বলতে কী বোঝায়?

২

গ. উদ্দীপকে দেশিপণ্য ক্রয়কে ইতিহাসের কোন আন্দোলনকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. ‘দেশিপণ্য কিনে হন ধন্য’— উক্তিটির আলোকে উক্ত আন্দোলনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্যার সৈয়দ আহমদ প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়।

খ তুরস্কের খিলাফত রক্ষার জন্য (১৯২০-২৪) আলী হুসেইন এবং মাওলানা আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে ভারতীয় উপমহাদেশে যে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল সেটাই খিলাফত আন্দোলন।

এ আন্দোলনটি অসহযোগ আন্দোলনের সাথে যুগপৎ আন্দোলন গড়ে তোলে। পরবর্তীতে এ আন্দোলন সহিংস রূপ নেয় এবং কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের খিলাফত বাতিল করলে এ আন্দোলন থেমে যায়।

গ উদ্দীপকে দেশি পণ্য ক্রয়কে স্বদেশী আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাস থেকে ‘বয়কট ও স্বদেশী’ কর্মপন্থা নিয়ে পূর্ব বাংলায় যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তাই ‘স্বদেশী আন্দোলন’ নামে পরিচিত। এ আন্দোলন চারটি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল এবং এর দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল বিলাতি পণ্যদ্রব্য বয়কট বা বর্জন। বয়কট আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল- বিলাতি পণ্য ও শিক্ষা বর্জন, স্বদেশী পণ্য ব্যবহার ও স্বদেশী শিক্ষা গ্রহণ। কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত এ আন্দোলন শুধু বিলাতি সামগ্রী বয়কটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না, শহর ও গ্রাম-গঞ্জে প্রকাশ্যে

বিলাতি দ্রব্য পুড়িয়ে ফেলা হয়। ইংরেজদের খাবার তৈরিতে উড়িয়ার পাচকরা অস্বীকৃতি জানায় বরিশালের চারণ কবি মুকুন্দ দাস বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে পরোনা রেশমী চুড়ি, বজ্ঞানারী, কভু হাতে আর পরো না’ এই গান গেয়ে জনগণের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে তীব্র আবেগ সৃষ্টি করে। এভাবে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশাজীবীদের অংশগ্রহণে বয়কট আন্দোলন বেগবান হয়। এ আন্দোলনের ফলে স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবন, নতুন শিল্প স্থাপন, ওষুধসহ বিভিন্ন কারখানা গড়ে ওঠে। তবে শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

উদ্দীপকেও দেখা যায় সালমা ও রোকেয়া দুই বান্ধবী শাড়ি ক্রয় করতে গ্রামীণ বস্ত্র নিয়ে গেলে দোকানদার তাদের জিজ্ঞাসা করল- আপনারা দেশি শাড়ি কিনবেন না বিদেশি শাড়ি কিনবেন। সালমা দেশি শাড়ি দেখাতে বললে দোকানদার এক ঝলক হেসে বললেন- দেশি পণ্য কিনে হন ধন্য’।

সুতরাং উদ্দীপকে দেশি পণ্য ক্রয় স্বদেশী আন্দোলনের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ঘ ‘দেশি পণ্য কিনে হন ধন্য’ উক্তিটির আলোকে উক্ত আন্দোলন অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের তাৎপর্য নিচে তুলে ধরা হলো- স্বদেশী আন্দোলনের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এ আন্দোলন ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা করে। স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী হলেও এর রাজনৈতিক প্রভাব বিদ্যমান। বাংলার ছাত্র সমাজের গুরুত্ব উপলব্ধি হয়। ‘বয়কট’ আন্দোলনের ফলে একদিকে বিদেশি পণ্যদ্রব্য আমদানির ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় অন্যদিকে স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবন, নতুন শিল্প স্থাপন, কাপড়ের কল, ব্যাংক, বীমা, চিনি, লবণ ও ওষুধসহ বিভিন্ন কারখানা গড়ে ওঠে।

সাংস্কৃতিক ভাবে এ আন্দোলন দেশীয় ভাষা, শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ আনয়ন করে। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে বহু ছাত্রকে বহিষ্কার করলে জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা জরুরি হয়ে পড়ে। এ লক্ষ্যে রংপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ ও বরিশালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন হিন্দু মুসলমান সম্পর্কে অধিকতর তিক্ততার সৃষ্টি করে। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে যে ফাটল সৃষ্টি করেছিল স্বদেশী আন্দোলন তা আরও গভীরতর করে তোলে এবং তা জাতীয় ও রাজনীতি ও আন্দোলনের ওপর মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। এ আন্দোলনের এক পর্যায়ে বঙ্গভঙ্গ বাতিল হয়ে যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, দেশি পণ্য কিনে হন ধন্য’ উক্তিটির আলোকে উক্ত আন্দোলন তথা স্বদেশী আন্দোলনের তাৎপর্য ছিল অপরিসিম।

প্রশ্ন ▶ ৭ সুবর্ণপুর রাজ্যে বহু জাতির বসবাস। তালমা নামে একটি উপজাতি রাজ্যের পূর্বাংশে বসবাস করে। সংখ্যায় তারা অনেক হলেও তাদের মধ্যে কোনো ঐক্য ও সংহতি নেই। এ অবস্থায় প্রভাবশালী তালমাগণ একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। অন্যান্য জাতি বিভিন্ন সমিতি, সংঘের মাধ্যমে তারা সংগঠিত ছিল। এ অবস্থায় তারা তালমা সংঘ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এ সংগঠনটি তালমাদের বিভিন্ন সমস্যা, দাবি সরকারের নিকট তুলে ধরতে থাকে। তালমা জাতির সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তালমা সংঘ অন্য ভূমিকা পালন করে।

◀ পিখদফল-৬

- ক. কত খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল? ১
খ. ব্রিটিশ উপনিবেশে ভারতের মুসলমানগণ আলাদা একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে কেন? ২
গ. উদ্দীপকের তালমা সংঘের সাথে মুসলিম লীগের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তালমা জাতির সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তালমা সংঘ অনন্য ভূমিকা পালন করে- মুসলিম লীগের ভূমিকার আলোকে উক্তিটির সত্যতা যাচাই করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

খ বঙ্গভঙ্গের কারণে মুসলমানগণ একটি আলাদা সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কর্মকাণ্ড মুসলমানদের সন্দিহান করে তোলে। সেই সাথে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর হিন্দু সম্প্রদায় তা রদ করার জন্য গণআন্দোলন গড়ে তোলে। এতে মুসলমানদের বিভিন্ন প্রকার দাবি-দাওয়া ও স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ কারণেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতে মুসলমানগণ আলাদা একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

গ তালমা সংঘের সাথে মুসলিম লীগের বেশি কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতে মুসলমানগণ অত্যন্ত অবহেলিত ছিল। ভারতের হিন্দুসমাজ বিভিন্ন সভা-সমিতির এবং কংগ্রেসের মাধ্যমে তাদের দাবি-দাওয়া পূরণ ও স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট হয়। কিন্তু মুসলমানদের দাবি-দাওয়া উত্থাপন এবং পূরণের জন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না। মুসলমানরা সংখ্যায় বেশি হলেও তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি অনুপস্থিত ছিল। এসব কারণে মুসলমানগণ একটি আলাদা রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। উদ্দীপকের তালমাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। উদ্দীপকের তালমা জাতিও সর্বদিক দিয়ে পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের থেকে পিছিয়ে ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীগণ বিভিন্ন সমবায় সমিতি, সংঘ, দল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে তারা তাদের স্বার্থ রক্ষা করে। তালমা জাতির প্রতি তাদের কোনোই অনুকম্পা নেই। এই প্রেক্ষাপটে তালমা জাতি তালমা সংঘ নামে একটি সংগঠন করে তোলে। এভাবে ব্রিটিশ ভারতের মুসলিম জাতিও হিন্দুদের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা পাচ্ছিল না। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করা হলে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এরই প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে মুসলিম লীগ। সুতরাং দেখা যায় যে, তালমা সংঘ ও মুসলিম লীগ সংগঠন দুটি প্রতিষ্ঠাকালীন প্রেক্ষাপটের দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ তালমা জাতির সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ‘তালমা সংঘ’ অনন্য ভূমিকা পালন করে- মুসলিম লীগের ভূমিকার আলোকে উক্তিটি যথার্থ।

কোনো সরকারের নিকট দাবিদাওয়া পেশ ও তা আদায়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রয়োজন। তালমা সংঘটি তালমা জাতির ক্ষেত্রে এই প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করে। মুসলিমলীগও মুসলমানদের ক্ষেত্রে অনুরূপ ভূমিকা পালন করে।

১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠন উপমহাদেশের পরবর্তী রাজনৈতিক বিকাশ ধারায় মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করে। শুরুতে এর উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকার ও মুসলমানদের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা করা। মুসলমানদের সকল প্রকার অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য মুসলিম লীগ আশ্রয় প্রচেষ্টা চালায়। ফলে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং এর শাখা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গঠিত হয়। এর ফলেই ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে মর্লে-মিন্টো সংস্কারের পৃথক নির্বাচন নীতি স্বীকৃত হয়। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে মুসলিম লীগ গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে। এর ফলে মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকের তালমা জাতি অধিকারবঞ্চিত থাকায় ‘তালমা সংঘ’ গড়ে তোলে। এর উদ্দেশ্য ছিল তালমা জাতির অধিকার আদায় করা। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ সংঘটি তালমাদের বিভিন্ন সমস্যা, দাবি সরকারের নিকট তুলে ধরতে থাকে। মুসলিম লীগের মতো তালমা জাতির সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও তালমা সংঘ অনন্য ভূমিকা পালন করে।

উপরোক্ত আলোচনায় এটা প্রতীয়মান হয় যে, তালমা জাতির সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তালমা সংঘ এবং মুসলমানদের সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ৮ একাদশ শ্রেণির ছাত্রী লায়লার বই পড়ার খুব শখ। প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে জানার খুব আগ্রহ। সে অমর একুশের গ্রন্থমেলা-২০১৫ থেকে ‘মুসলিম লীগের ইতিহাস’ নামে একটি বই কেনে। বইটি পড়ে উপমহাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ইত্যাদি।

- ক. রাওলাট আইন কী? ১
খ. কোন পরিস্থিতিতে সর্বভারতীয় কংগ্রেস গঠিত হয়? ২
গ. লায়লা বইটি পড়ে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় ইতিহাস সম্পর্কে যে ধারণা পেল তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনের আলোকে মুসলিম লীগের উদ্দেশ্যসমূহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রিটিশ সরকার সব ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন দমন করার জন্য ১৯১৯ সালে একটি প্রতিক্রিয়াশীল আইন পাস করে, যা “রাওলাট আইন” নামে পরিচিত।

খ ইউরোপীয়দের ইলবাট বিল বিরোধী বিক্ষোভে ভারতীয় অভিজাত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আত্মমর্যাদার আঘাত করে। ফলে তারা তাদের দাবি দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে একটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ১৮৮৩ সালে তারা ইলবাট হলে মিলিত হয়ে তাদের এই মনোভাব পেশ করে। ভারতীয়দের ক্ষোভে যেন একটি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রকাশ করতে পারে সেজন্য ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এলান অক্টোভিয়ান হিউম (Allan Octavian Hume) ১৮৮৫ সালে ২৮ ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (Indian National Congress) গঠন করেন।

গ লায়লা ‘মুসলিম লীগের ইতিহাস’ নামে একটি বই হতে মুসলিম লীগ গঠনের ইতিহাস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভারতের হিন্দুসমাজ বিভিন্ন সভা-সমিতি ও কংগ্রেসের মাধ্যমে তাদের দাবি-দাওয়া ও স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট হয়। অনুরূপ যে কোন ব্যবস্থা হতে মুসলমানরা বঞ্চিত ছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পর হিন্দু সম্প্রদায় তা রদ করার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলায় মুসলমান নেতৃবৃন্দও নিজেদের সংগঠিত করার প্রয়োজন অনুভব করে। ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর সিমলায় আগা খানের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী মুসলিম প্রতিনিধি দল বড়লাট লর্ড মিন্টোর নিকট পৃথক নির্বাচনের দাবি জানালে তিনি তা নীতিগতভাবে মেনে নেন। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রস্তাব আলাপ আলোচনা করেন। স্যার সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগে নবাব ডিকার-উল-মুলকের সভাপতিত্বে একটি ঘরোয়া আলোচনায় মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

সূতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে লায়লা বইটি পড়ে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।

ঘ ১৯০৬ সালে তিনটি মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ঢাকায় মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল।

স্যার সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ১৯০৬ সালে ৩০ ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগে নবাব ডিকার-উল-মুলকের সভাপতিত্বে একটি ঘরোয়া আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ ঘরোয়া আলোচনা সভায় মহসিন-উল-মুলক ‘মুসলিম লীগ’ নামক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং হেকিম আজমল খাঁ তা সমর্থন করেন। এভাবে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯০৭ সালে এর গঠনতন্ত্র রচনার কাজ সমাপ্ত হয়।

মূলত, ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় মুসলিম লীগের জন্মের সময় এর তিনটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্ণয় করা হয়েছিল। সেগুলো হলো: প্রথমত, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের আনুগত্য বৃদ্ধি এবং সরকারের নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে সরকারের সাথে মুসলিম জনগণের ভুল ধারণা দূর করা। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় মুসলিম জনগণের অধিকার ও স্বার্থের সংরক্ষণ এবং উন্নতি সাধনের জন্য তাদের প্রয়োজন ও আশা আকাঙ্ক্ষার কথা বিনয়ের সাথে সরকারের নিকট পেশ করা। তৃতীয়ত, উপরিউক্ত দুটি উদ্দেশ্য পূরণ করার পাশাপাশি ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে মুসলিম জনগণের সম্প্রীতি সৌহার্দের পথে প্রতিবন্ধকতা দূর করতে এ সংগঠনের তৎপরতা চালিয়ে যাওয়া। এভাবে মুসলিম লীগ তার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিল।

প্রশ্ন ৯ রিয়াজ তার গৃহশিক্ষকের কাছ থেকে জানতে পারে ঢাকা শহরের শাহবাগ একটি ঐতিহাসিক স্থান; কারণ এখানে একটি ঘরোয়া আলোচনায় মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠনের প্রস্তাব গৃহীত এবং পাস হয়। এ রাজনৈতিক সংগঠনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য বৃদ্ধি ও সরকারের প্রতি মুসলিম জনগণের ভুল ধারণার অবসান করা, মুসলিম জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সরকারকে জানানো এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে মুসলমানদের সম্প্রীতি সৌহার্দের পথে প্রতিবন্ধকতা দূর করা। রিয়াজ এসব কথা শোনার পর শাহবাগ জাতীয় জাদুঘর ও শিশুপার্ক পরিদর্শনের আগ্রহ প্রকাশ করে।

◀ শিখনফল-৬

ক. মুসলিম লীগ কত সালে গঠিত হয়? ১

খ. আলীগড় আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সংগঠনের সাথে পাঠ্যপুস্তকের যে রাজনৈতিক সংগঠনের মিল পাওয়া যায় তার গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত সংগঠনটি ভারতীয় মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম হয়েছিল? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসলিম লীগ ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর গঠিত হয়।

খ মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই প্রগতিমূলক ভাবধারা প্রসারের জন্য স্যার সৈয়দ আহমদ খান যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তা আলীগড় আন্দোলন নামে খ্যাত।

ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিমুখতা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি অবহেলার ফলে ভারতবর্ষে মুসলমানরা ব্যাপক পিছিয়ে পড়ে ছিল। মুসলমানদের এ অবস্থা দূর করার জন্যই সৈয়দ আহমদ আলীগড় আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। আর এ আলীগড় আন্দোলন মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে থাকে।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত সংগঠনের সাথে পাঠ্যপুস্তকের রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগের মিল পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে বর্ণিত শাহবাগে ঘরোয়া আলোচনায় মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠনের প্রস্তাব গৃহীত এবং পাস হয়। এটির উদ্দেশ্য মুসলমানদের ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি ও সরকারের সাথে মুসলিম জনগণের ভুল ধারণার অবসান করা প্রভৃতি পাঠ্য বইয়ের মুসলিম লীগের কথা মনে করিয়ে দেয়।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর হিন্দু সম্প্রদায় তা রদ করার জন্য গণ আন্দোলন গড়ে তোলায় মুসলমান নেতৃবৃন্দ ও নিজেদের সংগঠিত করার প্রয়োজন অনুভব করেন। ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর সিমলায় আগা খানের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী মুসলিম প্রতিনিধি দল বড়লাট লর্ড মিন্টোর নিকট পৃথক নির্বাচনের দাবি জানালে তিনি তা নীতিগতভাবে মেনে নেন। এর ফলে মুসলমান নেতাগণ ভীষণভাবে উৎসাহিত হয়ে উঠেন। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রস্তাব আলাপ আলোচনা করেন। স্যার সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ১৯০৬ সালে ৩০ ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগে নবাব ডিকার-উল-মুলকের সভাপতিত্বে একটি ঘরোয়া আলোচনায় মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

ঘ উক্ত সংগঠন বলতে মুসলিম লীগকে বোঝানো হয়েছে।

হ্যাঁ, আমি মনে করি মুসলিম লীগ সংগঠনটি ভারতীয় মুসলমানদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম হয়েছিল।

১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একমুখা নীতির কারণে মুসলমানগণ নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মুসলিম লীগ গঠন করে। এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা মুসলমানদের মনে আত্মজাগরণের সৃষ্টি করে। ফলে ভারতের রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক জীবনে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। মুসলিম

জাতীয়তাবাদী চেতনা সুসংহত রূপ লাভ করে। মুসলিম লীগের ব্যানারে ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলমানদের সংগঠিত শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের ফলে তাদের ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া সহজ হয়। পৃথক নির্বাচনের দাবিসহ মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করায় মুসলিম লীগের জনসমর্থন ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

চল্লিশের দশকে হিন্দু-মুসলিম তিক্ত সম্পর্কের পটভূমিতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বি-জাতিতত্ত্ব উপস্থাপন করলে এটি মুসলিম লীগের দাবিতে পরিণত হয়। যার শেষ পরিণতি হলো ভারত বিভক্তি ও স্বাধীন পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি।

উপর্যুক্ত আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মুসলিম লীগ মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ১০ ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) একটি ধর্মভিত্তিক, রাজনৈতিক সংগঠন। গত ১৯ এপ্রিল ২০১৪ এ দলটির অন্যতম শীর্ষনেতা সুব্রাহ্মণ্যম নিয়াম স্বামী বাংলাদেশের কাছে এক-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড দাবি করেন। বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড অবৈধভাবে দাবি করার প্রতিবাদে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রবীণ নেতা লালকৃষ্ণ আদভানির অফিসিয়াল সাইট, বিজিপি অফিসিয়াল ও বিভিন্ন রাজ্যের ১১টি সাইট হ্যাক করেছে বাংলাদেশভিত্তিক হ্যাকার গ্রুপ 'বাংলাদেশ সাইবার ৭১'। নব্বই দশকের এ ধরনের একটি ধর্মভিত্তিক দল মুসলমানদের স্বার্থ ও অধিকার আদায় করার মানসে সৃষ্টি হয়েছিল।

◀ শিখদফল-৬

- ক. ১৯৪৬ সালের মন্ত্রিমিশনের সদস্যগণের নাম লেখো। ১
খ. ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে ইজিতকৃত রাজনৈতিক দলটির উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত সংগঠনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য মূল্যায়ন করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪৬ সালের মন্ত্রিমিশনের সদস্যগণের নাম হচ্ছে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, লর্ড প্যাথিক লরেন্স ও এ ভি আলেকজান্ডার।

খ ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের মূল লক্ষ্যগুলো হলো: প্রথমত, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে পরিহার করে ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী পাশাপাশি এলাকাসমূহে পৃথক 'অঞ্চল' হিসেবে চিহ্নিত করা। দ্বিতীয়ত, ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা।

তৃতীয়ত, এই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অজারাজ্য বা প্রদেশগুলো হবে সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম।

চতুর্থত, সংখ্যালঘুদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে কার্যকর ও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

গ উদ্দীপকে ইজিতকৃত রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করা। প্রতিষ্ঠালগ্নে মুসলিম লীগের যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা হয় সেগুলো হচ্ছে:

প্রথমত, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতবর্ষের মুসলমানদের আনুগত্য বৃদ্ধি করা এবং ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকল ভুল বোঝাবুঝির অবসান করা।

দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের স্বার্থ ও অধিকার আদায় করা এবং তাদের দাবি-দাওয়া ব্রিটিশ সরকারের নিকট শ্রদ্ধার সাথে পেশ করা।

তৃতীয়ত, উপরিউক্ত দু'টি উদ্দেশ্য ব্যাহত না করে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা। পরবর্তীকালে মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আরো সম্প্রসারণ করা হয়।

নবাব মোহসীন-উল-মুলক ও নবাব ভিকারুল-উল-মুলক মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক (Joint Secretary) নির্বাচিত হন। সংগঠনের গঠনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ৬০ সদস্যের একটি অস্থায়ী কমিটিও গঠন করা হয়। ক্রমে প্রদেশে প্রদেশে দলের শাখা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯০৮ সালে সৈয়দ আমীর আলী লন্ডনে মুসলিম লীগের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন।

ঘ মুসলিম লীগের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছিল অপরিসীম।

১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একমুখা নীতির কারণে মুসলমানগণ নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠন করে।

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গতি পরিবর্তনকারী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা মুসলমানদের মনে আত্মজাগরণের সৃষ্টি করে। ফলে ভারতের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা সুসংহতরূপ লাভ করে। মুসলিম লীগের ব্যানারে ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলমানদের সংগঠিত শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের ফলে তাদের ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া আদায় সহজ হয়। পৃথক নির্বাচনের দাবিসহ মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করায় মুসলিম লীগের জনসমর্থন ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং ৪০ বছরের মধ্যে এটি ব্যাপক জনসমর্থিত রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত হয়। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে হিন্দু-মুসলিম তিক্ত সম্পর্কের পটভূমিতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব' উপস্থাপন করলে এটি মুসলিম লীগের দাবিতে পরিণত হয়। যার শেষ পরিণতি হলো ভারত বিভক্তি ও স্বাধীন পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি।

পরিশেষে বলা যায়, মুসলিম লীগ নামক রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে।

প্রশ্ন ▶ ১১ গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তি লুৎফর রহমান জমিদারের নাতি কৃষ্ণ ধরকে বলেন, 'আমার বাবাসহ অনেক কৃষক তাদের রক্ত পানি করা শ্রম দিয়ে ফসল ফলাত। আর কোলকাতা থেকে তোমার দাদা এসে সব ফসল নিয়ে যেত। সেটা নাকি ব্রিটিশ সরকারকে খাজনা হিসেবে দেয়া হবে।' তিনি আরও বলেন, 'তখন ঢাকায় কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান কোনো কিছুই ছিল না। কারণ সব উন্নয়নমূলক কাজ হতো কলকাতাকে ঘিরে।'

◀ শিখদফল-৬

- ক. কত সালে ভারতবর্ষে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে? ১
খ. আলীগড় আন্দোলন কী? ২
গ. বঙ্গভঙ্গের পেছনে যে কারণগুলো ছিল তার কোন কারণটি লুৎফর রহমান সাহেবের কথায় প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. লুৎফর রহমানের উল্লেখিত কারণই কি বঙ্গভঙ্গের মূল কারণ বলে তুমি মনে কর? লিখ। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৮৫৮ সালে ভারতবর্ষে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে।

খ মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই প্রগতিমূলক ভাবধারা প্রসারের জন্য স্যার সৈয়দ আহমদ খান যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তা আলীগড় আন্দোলন নামে খ্যাত।

ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিমুখতা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি অবহেলার ফলে ভারতবর্ষে মুসলমানরা ব্যাপক পিছিয়ে পড়ে ছিল। মুসলমানদের এ অবস্থা দূর করার জন্যই সৈয়দ আহমদ আলীগড় আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। আর এ আলীগড় আন্দোলন মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে অপারিসীম ভূমিকা পালন করে থাকে।

গ বঙ্গভঙ্গের পেছনে যে কারণগুলো ছিল সেগুলোর মধ্যে আর্থ-সামাজিক কারণটি লুৎফর রহমান সাহেবের কথায় প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত এ দেশে উৎপাদিত ফসল কলকাতায় খাজনা হিসেবে নিয়ে যাওয়া এবং সব উন্নয়ন মূলক কাজ কলকাতায় হওয়া প্রভৃতি বঙ্গভঙ্গের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পিছনে আর্থ-সামাজিক কারণটি ক্রিয়াশীল ছিল। বস্তুত কলকাতা ছিল অবিভক্ত বাংলার প্রাণকেন্দ্র। কলকাতা বাংলা প্রদেশের রাজধানী ছিল বলে ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো সেখানেই বিশেষভাবে গড়ে ওঠে। পক্ষান্তরে বিস্তীর্ণ পূর্ববঙ্গ রাজধানীর সবসুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। পাট পূর্ববঙ্গে উৎপন্ন হতো কিন্তু পাটকলগুলো প্রধানত গড়ে উঠেছিল কলকাতায়। এক কথায় কলকাতাকে কেন্দ্র করেই বাংলার সকল প্রকার অর্থনৈতিক, শিল্প, যোগাযোগ ও প্রশাসনিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আর পূর্ব বাংলা থেকে চরম অবহেলিত। এই অবস্থায় ব্রিটিশ জনগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার মুসলমানদের বুঝাতে চেষ্টা করে যে বঙ্গভঙ্গের ফলে তাদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে। পূর্ব বাংলার জনগণ-এ কথায় আস্থা স্থাপন করে বঙ্গ বিজনে সমর্থন জানায়।

ঘ লুৎফর রহমানের উল্লেখিত কারণটি হলো আর্থ-সামাজিক কারণ।

লুৎফর রহমানের উল্লেখিত আর্থ-সামাজিক কারণটি বঙ্গভঙ্গের মূল কারণ নয় বলে আমি মনে করি।

প্রশাসনিক কারণই হলো বঙ্গভঙ্গের মূল কারণ।

লর্ড কার্জনর শাসনামলে বঙ্গভঙ্গ ছিল একটি প্রশাসনিক সংস্কার। বাংলা প্রেসিডেন্সি ছিল ভারত উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় প্রদেশ। যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার বেহাল দশা প্রভৃতি কারণে একজন গভর্ণরের পক্ষে এই বিশাল প্রদেশের সূষ্ঠ শাসন কাজ পরিচালনা করা ছিল প্রায় অসম্ভব। বাংলায় ইতোপূর্বে দায়িত্ব পালনকারী ব্রিটিশ কর্মকর্তাগণ এ বাস্তব সমস্যা তুলে ধরে ১৮৫৩ সাল থেকে বিভিন্ন সময় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বাংলা প্রদেশের ভৌগোলিক পূর্ণগঠনের প্রস্তাব করেছেন। ইতোপূর্বে ছোটখাটো পূর্ণগঠন হলেও নানা কারণে বড় রকমের বিভক্তি সম্ভব হয় নি। এরূপ একটি বাস্তবতার মধ্যে লর্ড কার্জন দায়িত্ব গ্রহণ করে

প্রশাসনিক সুবিধার জন্যই বঙ্গ প্রদেশের বিভক্তির উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

উপর্যুক্ত আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রশাসনিক কারণই ছিল বঙ্গভঙ্গের মূল কারণ।

প্রশ্ন ১২ বাংলার অন্যতম কৃতি সন্তান শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মূল লাহোর প্রস্তাবে একাধিক মুসলিম রাষ্ট্রের কথা থাকলেও সংশোধিত লাহোর প্রস্তাবে একটি মাত্র রাষ্ট্রের কথা নিয়ে আসা হয়। অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকার মন্ত্রী মিশন প্রেরণ করে ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হয়। তবে এ মন্ত্রী মিশন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়ে নিজস্ব পরিকল্পনা পেশ করে যা মন্ত্রী মিশন প্রস্তাব নামে পরিচিত।

◀ পিখনফল-১১

- ক. অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের জনক কে? ১
- খ. অসহযোগ আন্দোলনের কারণ বর্ণনা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা দাও। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে আলোকপাতকৃত মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের জনক মহাত্মা গান্ধী।

খ অসহযোগ আন্দোলনের পেছনে কতিপয় কারণ বিদ্যমান ছিল।

ভারতীয় মুসলমানরা তুরস্কের ব্যবচ্ছেদকে কেন্দ্র করে খিলাফত আন্দোলন শুরু করে। মহাত্মা গান্ধী এ সময় মনে করেন মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলনকে অসহযোগ আন্দোলনের সাথে যুক্ত করতে পারলে ব্রিটিশদের অনুসৃত বিভেদ নীতি ব্যর্থ ও স্বরাজ লাভ সহজ হবে। এছাড়া জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, রাওলাট আইন পাশ প্রভৃতি ঘটনার এক পর্যায়ে মহাত্মা গান্ধী ১৯২০ সালের ১ আগস্ট অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।

গ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে ১৯৪০ সালের লাহোরে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়, যার মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।

ভারতে হিন্দু-মুসলিম দুটি আলাদা জাতি। জাতির যেকোনো সংজ্ঞায় মুসলমান একটি জাতি। সুতরাং মুসলমানদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং সুন্দর জীবনযাপনের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র থাকা দরকার। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক মুসলিম লীগের অধিবেশনে দ্বি-জাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাই লাহোর প্রস্তাব নামে খ্যাত।

লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে পরিহার করে ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সংলগ্ন এলাকাসমূহকে পৃথক অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। তাছাড়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। এসব স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য বা প্রদেশ হবে সম্পূর্ণভাবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম। এছাড়া সংখ্যালঘুদের অধিকার ও স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য সংবিধান কার্যকর ও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা থাকতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উপমহাদেশের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ প্রস্তাবের রূপরেখা অনুযায়ী পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

ঘ উদ্দীপকে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার প্রস্তাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

‘ক্যাবিনেট মিশন’ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে আলোচনার পর ১৯৪৬ সালে ভারতের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করে। যা ইতিহাসে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা নামে পরিচিত।

মন্ত্রিমিশন প্রস্তাবনার বিশ্লেষণে দেখা যায় মূলত ভারত উপমহাদেশকে একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করার প্রস্তাব ছিল এ পরিকল্পনায়। এছাড়া প্রস্তাব অনুযায়ী কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করার কথা বলা হয়। এ প্রস্তাবে একটি স্বায়ত্বশাসিত ভারত ইউনিয়ন গঠনের পাশাপাশি ভারতীয় প্রদেশগুলোকে ৩ ভাগে ভাগ করার কথা বলা হয়। এছাড়া কোনো গ্রুপ ইচ্ছা করলে দশ বছর পর কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে বলা হয়। এ প্রস্তাবগুলি মুসলিম লীগ নেতারা প্রথমে মেনে নিলেও পরবর্তীতে পুরো পরিকল্পনাকেই প্রত্যাখান করে। অপরদিকে কংগ্রেসও এর বিরোধীতা করে। ফলে এ পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার প্রস্তাবনাও দেখা যায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই প্রস্তাবনাকে প্রত্যাখান করলে শেষ পর্যন্ত এটি ব্যর্থ হয়।

প্রশ্ন ১৩ বিরামপুর একটি প্রাচীন জনপদ। এখানে বিদেশি শক্তি ক্ষমতার বলে শাসন করে। বিরামপুরে দুটি প্রধান জাতি বসবাস করে। এর একটি হলো ফুলকি জাতি, অপরটি পালকি জাতি। ফুলকি জাতির রাজনৈতিক সংগঠনের নাম ‘ফুলী দল’। ফুলী দলের সদস্যরা বিরামপুর শহরে একটি সম্মেলনে মিলিত হয়। সম্মেলনে রহমান সাহেব একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি ‘বিরামপুর প্রস্তাব’ নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রস্তাবের একটি ধারায় বলা হয় ‘ফুলকি’ জাতি যেসব এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সেসব এলাকায় স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠিত হবে। কিন্তু পরবর্তীতে গুলিস্তান নামে একটিমাত্র রাষ্ট্র গঠিত হয়। দূরত্বের কারণে গুলিস্তান রাষ্ট্র কয়েক বছর পর ভাগ হয়ে যায়। যদি বিরামপুর প্রস্তাব অনুযায়ী রাষ্ট্র গঠিত হতো তাহলে পরিস্থিতি অন্যরকম হতো।

◀ পিখনফল-১১

ক. লাহোর প্রস্তাব কত সালে উত্থাপিত হয়েছিল?

খ. লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের ‘বিরামপুর প্রস্তাবটি’ ভারত উপমহাদেশের কোন প্রস্তাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ— ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলে পরিস্থিতি অন্যরকম হতো—বিশ্লেষণ কর।

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব (Lahore Resolution) উত্থাপিত হয়।

খ লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বের এলাকাগুলোর মতো যেসব অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেসব অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ (States) অর্থাৎ একাধিক রাষ্ট্র গঠন করতে হবে।

১৯৪০ সালে পূর্ববাংলার মুসলিম লীগ নেতা শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। তার প্রস্তাবের মূলকথা ছিল, ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলো নিয়ে একাধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হবে। এভাবে গঠিত স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের অঙ্গরাজ্যগুলো থাকবে স্বশাসিত ও সার্বভৌম। অর্থাৎ আঞ্চলিক স্বাধিকার ও সার্বভৌমত্বই ছিল লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য।

গ উদ্দীপকের ‘বিরামপুর প্রস্তাব’টি লাহোর প্রস্তাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিদেশি শক্তি ক্ষমতার বলে বিরামপুর শাসন করছিল। একসময় বিরামপুরের ফুলকি জাতির রাজনৈতিক সংগঠন ফুলী দলের সদস্যরা সে শহরে একটি সম্মেলনে মিলিত হয়। এ সম্মেলনে ‘বিরামপুর প্রস্তাব’ গৃহীত হয়। লাহোর প্রস্তাবের ক্ষেত্রেও ঘটনা ছিল অনুরূপ।

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়। পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ নেতা একে ফজলুল হক এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোকে একত্রিত করে ‘স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ’ গঠনের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, মুসলমানদের জন্য একটিমাত্র রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। উদ্দীপকে বিরামপুর প্রস্তাবের একটি ধারায় বিভিন্ন প্রান্তে থাকা ফুলকি জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকাসমূহে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে শুধু গুলিস্তান নামে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। সুতরাং দেখা যায়, বিরামপুর প্রস্তাবটি লাহোর প্রস্তাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উক্ত প্রস্তাব অর্থাৎ লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলে পরিস্থিতি অন্যরকম হতো।

লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলো একত্রিত করে ‘স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ’ অর্থাৎ একাধিক রাষ্ট্র গঠিত হবে। কিন্তু পরে দেখা যায়, মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান নামে কেবল একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রায় ১১০০ মাইল দূরে অবস্থিত পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে এর নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানের অবাঙালি নেতাদের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বৈষম্যের শিকার হয়। বৈষম্য ও শোষণ চরমে উঠলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র লড়াই করে স্বাধীনতার পথ বেছে নেয়। বাংলাদেশ নামে আলাদা একটি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় আলাদা রাষ্ট্র গঠিত হলে হয়তো বাংলার মানুষ পাকিস্তানি শাসকদের দুই দশকের বেশি শোষণ ও ১৯৭১ সালের গণহত্যার শিকার হতো না।

লাহোর প্রস্তাবের মতো উদ্দীপকের বিরামপুর প্রস্তাবে ফুলকি জাতির মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ এমন এলাকাগুলোতে একাধিক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে অনেক দূরবর্তী দুইটি অংশ নিয়ে মাত্র একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। দূরত্বের কারণে এ রাষ্ট্রটি কয়েক বছর পরই ভাগ হয়ে যায়। বিরামপুর প্রস্তাব অনুযায়ী আগেই একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হলে গুলিস্তান রাষ্ট্র বিভক্ত হওয়ার ঘটনাটি ঘটতো না।